বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৮-২০১৯

যুবউন্নয়ন অধিদপ্তর
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

CHAMPION FOR SKILLS-DEVELOPMENT
FOR YOUNG PEOPLE
H.E. SHEIKH HASINA

উন্নয়নের সারথি

প্রাণোচ্ছল তারুণ্যে ভরপুর

মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এম.পি

ফারুক আহমেদ

মহাপরিচালক

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পটভূমি

১৯৭৮ সালের ডিসেম্বর মাসে বিশেষ গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে যুবউন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের সৃষ্টি হয়। যুবউন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১৯৮১ সালে যুবউন্নয়ন অধিদপ্তর কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৮২ সালে যুবউন্নয়ন মন্ত্রণালয়কে বিলুপ্ত করে শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীন যুবউন্নয়ন বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। ১৯৮৪ সালে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় নামে স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। যুবউন্নয়ন অধিদপ্তর যুব ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ একটি অধিদপ্তর।

Rules of Business , 1996 এর Schedulc-1(Allocation of Business Among the diffevent Ministries and Divisions) অনুযায়ী যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন যুবউন্নয়ন অধিদপ্তর নিম্মবর্ণিত কার্যাদি সম্পাদন করে থাকে।

- যুবদের কল্যাণ,প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন বিষয়ক কার্যাদি ;
- স্বেচ্ছাসেবামূলক উন্নয়ন কাজে যুবদের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা।
- যুবদের কল্যাণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে সংযোগ রক্ষা ;
- নির্দিষ্ট প্রকল্পের জন্য অর্থ-মঞ্জুরী ;
- যুব পুরস্কার প্রদান ;
- যুবদেরকে দায়িত্বশীল,আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তোলা এবং অন্যান্য মানবিক গুণাবলী অর্জনে উৎসাহ প্রদানের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ।
- যুবউন্নয়ন কাজের উপর গবেষণা ও জরিপ।
- বেকার যুবদের জন্য কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ।

উদ্দেশ্যাবলি

- যুবদের ন্যায়নিষ্ঠ, আধুনিক জীবনবোধসম্পন্ন, আত্মমর্যাদাশীল ও ইতিবাচক মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা;
- যুবদের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা বিকাশের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা;
- যুবদের মানবসম্পদে পরিণত করা;
- যুবদের মানসম্পন্ন শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
- যুবদের যোগ্যতা অনুযায়ী পেশা ও কর্মের ব্যবস্থা করা;
- যুবদের অর্থনৈতিক ও সৃজনশীল কর্মোদ্যোগ ক্ষমতায়ন উৎসাহিত করা;

- ক্ষমতায়নের মাধ্যমে যুবদের জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে সক্রিয় ভূমিকা পালনে সক্ষম করে তোলা;
- স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় যুবদের সম্পৃক্ত করা;
- পরিবেশ সংরক্ষণ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ মোকাবিলাসহ জাতি গঠনমূলক কার্যক্রমে স্বেচ্ছাসেবী হতে
- যুবদের উৎসাহিত করা;
- সমাজের অনগ্রসর এবং শারীরিক-মানসিক বা অন্য যে কোনো প্রতিবন্ধকতার শিকার মানুষের প্রতি যুবসমাজকে সংবেদনশীল ও দায়িত্বশীল করে তোলা;
- বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন যুবদের অধিকার নিশ্চিত করা;
- জীবনাচরণে মতাদর্শগত উগ্রতা ও আক্রমণাত্মক মনোভাব পরিহারে যুবদের উদ্বুদ্ধ করা;
- যুবদের মধ্যে উদার, অসাম্প্রদায়িক, মানবিক ও বৈশ্বিক চেতনা জাগ্রত করা;

তারুণ্যের শক্তি-বাংলাদেশের সমৃদ্ধি। সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে পরিকল্পিতভাবে এ শক্তির সম্পৃক্ততা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সোনার বাংলা'র স্বপ্ন বাস্তবায়ন ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অন্যতম শক্তি হচ্ছে যুবশক্তি। যুবদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং মেধা ও প্রতিভা বিকাশের সুযোগ অবারিত করা হলে উপরোক্ত লক্ষ্য অর্জন হবে সময়ের ব্যাপার। কর্মপ্রত্যাশী যুবদের প্রশিক্ষণ ও মূলধন সরবরাহের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হলে যুবদের গ্রাম থেকে শহর এবং শহর থেকে রাজধানীমুখী হওয়ার প্রবণতা হ্রাস পাবে।

যুবসমাজকে দায়িত্ববান, আত্মবিশ্বাসী ও আত্মনির্ভরশীল করে সুসংগঠিত উৎপাদনমুখি শক্তিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৮ সালে যুব উন্নয়ন মন্ত্রণালয় সৃষ্টি করে যা পরবর্তীতে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় হিসেবে পুনঃনামকরণ করা হয়। মাঠ পর্যায়ে যুব কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ১৯৮১ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর গঠন করা হয়।

জাতীয় যুবনীতি অনুসারে বাংলাদেশের ১৮-৩৫ বছর বয়সী জনগোষ্ঠিকে যুব হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এ বয়সসীমার জনসংখ্যা ২০১১ সালের আদম শুমারি ও গৃহ গণনা অনুযায়ী ৪ কোটি ৮০ লক্ষ ২৪ হাজার ৭০৪ জন যা দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। জনসংখ্যার প্রতিশ্রুতিশীল, উৎপাদনক্ষম ও কর্মপ্রত্যাশী এই যুবগোষ্ঠিকে সুসংগঠিত, সুশৃঙ্খল এবং দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়াধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর নিরলসভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ, ২০৩০ সালের মধ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজি, ২০৪১ সালের মধ্যে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়া, সর্বোপরি "আমার গ্রাম আমার শহর" লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বিপুল তারুণ্যের শক্তিকে কাজে লাগানো ছাড়া আমাদের সামনে আর কোন বিকল্প নেই।

১৯৮১ সাল থেকে জুন ২০১৯ পর্যন্ত যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের রাজস্ব কর্মসূচি এবং উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ট্রেডে ৫৮ লক্ষ ১৩ হাজার ৫৯৩ জন যুবক ও যুবমহিলাকে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং উক্ত প্রশিক্ষিত যুবদের মধ্যে একই সময়ে ২১ লক্ষ ৯২ হাজার ৪০ জন যুবক ও যুবমহিলা আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়েছে। তন্মধ্যে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ০৩ লক্ষ ১২ হাজার ০৩ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং ৬০ হাজার ১২৮ জন আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হয়েছে ।

অধিদপ্তরের ঋণ কর্মসূচির শুরু হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত ০৯ লক্ষ ৩৯ হাজার ৬৬ জন উপকারভোগীকে ১৮৬২ কোটি ৮৭ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। তম্মধ্যে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ২৬ হাজার ৭৭২ জন উপকারভোগীর মধ্যে ১৪২ কোটি ৯৪ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ঋণ আদায়ের গড় হার ৯৫.৪৬%। আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্পে নিয়োজিত যুবদের মাসিক গড় আয় ৬০০০/- টাকা থেকে ৫০,০০০/- হাজার টাকা পর্যন্ত। অনেক সফল আত্মকর্মী মাসে লক্ষাধিক টাকা আয় করে থাকে। এছাড়া, অনেক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবক ও যুবমহিলা বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকুরি লাভ করেছেন এবং মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশে চাকুরি লাভে সক্ষম হয়েছেন।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ভিশন

বাংলাদেশের উন্নয়ন ও গৌরব বৃদ্ধিতে সক্ষম, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন আধুনিক জীবনমনস্ক যুবসমাজ।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মিশন

জীবনের সর্বক্ষেত্রে যুবদের প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাদের প্রতিভার বিকাশ ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বাজেট

অর্থ বছর	অনুন্নয়ন	উন্নয়ন
২০০৮-২০০৯	৪৭৫৪ (লক্ষ টাকায়)	১৩১১.০০(লক্ষ টাকায়)
২০০৯-২০১০	৮১৮৪ (লক্ষ টাকায়)	১৪৫৯.৪৮(লক্ষ টাকায়)
২০১০-২০১১	৯৪৮৮(লক্ষ টাকায়)	৩৪৮৩.০০(লক্ষ টাকায়)
২০১১-২০১২	৯৯৩৭(লক্ষ টাকায়)	৫৭৫৬.০০(লক্ষ টাকায়)
২০১২-২০১৩	১০৫৬৭(লক্ষ টাকায়)	৯৩৩৭.০০(লক্ষ টাকায়)
২০১৩-২০১৪	১২৩৬৩(লক্ষ টাকায়)	৯২৮৬.০০(লক্ষ টাকায়)
২০১৪-২০১৫	১৪৫০৯(লক্ষ টাকায়)	১৬৯০৫.৭২(লক্ষ টাকায়)
২০১৫-২০১৬	২০২২৮(লক্ষ টাকায়)	৮৯২৩.০০(লক্ষ টাকায়)
২০১৬-২০১৭	২৪৭৮১(লক্ষ টাকায়)	৬৯০০.০০(লক্ষ টাকায়)
২০১৭-২০১৮	২৭১৭৮(লক্ষ টাকায়)	৭০৪১.০০(লক্ষ টাকায়)
২০১৮-২০১৯	২৯৪৩৭(লক্ষ টাকায়)	৬৮৮৭.০০(লক্ষ টাকায়)

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বার্ষিক রাজস্ব এবং উন্নয়ন বরাদ্দ ও ব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র (লক্ষ টাকায়)।

অর্থ বছর	সংশোধিত বরাদ্দ		অর্থ ব্যয়		ব্যয়ের শতকরা হার
	রাজস্ব	উন্নয়ন	রাজস্ব	উন্নয়ন	
২০১৭-২০১৮	২৭১৭৮.০০	৭০৪১.০০	২৪৩৪৪.০০	৬২৩৪.১৭	৮৯.৫৮%
২০১৮-২০১৯	২৯৭৪৭.৩২	৬৮৮৭.০০	২৭৪৩৭.০০	৬০২৮.৮৪	৯১.৯২%

সাংগঠনিক কাঠামো

মহাপরিচালক যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। তাঁকে সহায়তা করেন ০৫(পাঁচ) জন পরিচালক, বিভিন্ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকবৃন্দ ও অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারিগণ। অধিদপ্তরের আওতায় দেশের ৬৪টি জেলা, ৪৮৬টি উপজেলা এবং ১০টি মেট্রোপলিটন ইউনিট থানায় কার্যালয় রয়েছে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সারা দেশে ৭১টি নিজস্ব আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ৬৪ জেলায় অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। অধিদপ্তরের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য রাজস্ব এবং সমাপ্ত প্রকল্প ও চলমান উন্নয়ন প্রকল্পে মোট ৭১৮৫ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারি রয়েছেন।

যুবউন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প সমূহের প্রাক্কলিত ব্যয় ও প্রকল্প মেয়াদ ঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়(লক্ষ টাকায়)
০১.	" অবশিষ্ট ১১টি জেলায় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন " মেয়াদ- জুলাই/২০১০ হতে ডিসেম্বর/২০১৯ পর্যন্ত	২১৪৫০.৪৫
০২.	"দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রযুক্তি নির্ভর সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা(২য় পর্যায়-প্রথম সংশোধিত)"	৬২১৯.১২
০৩.	"শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্রকে শক্তিশালী ও আধুনিকায়ণ "	২০৮৯.৫৩
০৪.	"টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হুইলস ফর আণ্ডারপ্রিভিলেজড রুরাল ইয়াং পিপুল অব বাংলাদেশ(টেকাব)	২০০০.০০
০৫.	" ৬৪টি জেলায় তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুবউন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ "	১৭৪৯.৯১
০৬.	" উত্তরবঙ্গের ৭টি জেলায় বেকার যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি প্রকল্প(২য় পর্ব)	১৬৪৯.৭২

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/সেমিনার আয়োজন

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রধান কার্যালয়ের ৩০ জন কর্মকর্তাকে ৬০ ঘন্টার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রে ৪৩ ব্যাচে ১২৬৮জন কর্মকর্তা কর্মচারীকে বিভাগীয় দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

কর্মশালা ঃ দারিদ্র্য বিমোচন ও ঋণ বিষয়ক ৮(আট)টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অর্থ ও অডিট ঃ অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করণের লক্ষ্যে ৮ বিভাগে ৮টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুদান প্রদান

যুবসংগঠনসমূহকে কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদানের নিমিত্ত ১৯৮৫ সালে যুব কল্যাণ তহবিল গঠনের পর থেকে অদ্যাবধি ১১৬৪১টি যুব সংগঠনকে মোট ১৬ কোটি ৬৩ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা প্রকল্পভিত্তিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। যুব কল্যাণ তহবিলের বর্তমান মূলধন পনের কোটি টাকা। কর্মসূচির সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে অনুন্নয়ন খাত থেকে ৭৩টি যুব সংগঠনকে ১৩.০০ লক্ষ টাকা অনুদান দেয়া হয়েছে। অনুন্নয়ন খাতের আওতায় এ পর্যন্ত ২৪৬১টি যুব সংগঠনকে ০১ কোটি ৭০ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা অনুদান দেয়া হয়েছে।

জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১ নভেম্বর তারিখে জাতীয় যুবদিবস উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। যে সকল প্রশিক্ষিত সফল যুবক ও যুবমহিলা আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প স্থাপনে এবং যে সকল যুবসংগঠক সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে দৃষ্টান্তমূলক অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে তাদেরকে জাতীয় যুবদিবসে **জাতীয় যুব পুরস্কার** প্রদান করা হয়। এ যাবৎ ৩৪ জন যুবসংগঠকসহ মোট ৪১৮ জনকে জাতীয় যুব পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে। ২০১৮ সালে ২২ জন সফল আত্মকর্মী যুবক ও যুবমহিলা, এবং ৫(পাঁচ) জন যুবসংগঠককে জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান করা হবে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৮-২০১৯ লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

ক.২০১৮-২০১৯অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির চূড়ান্ত/বার্ষিক(জুলাই'১৮-জুন'১৯)মূল্যায়ন প্রতিবেদন।

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদেশ্যের মান	কার্যক্রম	কার্যসম্পাদন সূচক	একক	লক্ষ্যমাত্রা(বার্ষিক) অর্জন(বার্ষিক)	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৮-২০১৯

						অসাধারণ ১০০%	অতি উত্তম ৯০%	উত্তম ৮০%	চলতি মান ৭০%	চলতি মানের নিম্নে ৬০%	সন্তোষ জনক নয়	চল মান
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
দপ্তর/সংস্থার কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ												
দক্ষ, উৎপাদনশীল ও সচেতন যুবসমাজ গঠন	৭৫	১.১ ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির অধীনে শিক্ষিত বেকার যুবদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি	১.১.১ প্রশিক্ষিত ও অস্থায়ী কর্মসংস্থানে নিয়োজিত যুবদের সংখ্যা	জন	লক্ষ্যমাত্রা-৫৫০০০ জন অর্জন-৫৫২৩৬জন	৫৫,০০০	৫০,৩০০	৪৪,৯০০	৩৮,৫০০	৩৩,৫০০		
		১.২ যুবদের জন্য প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা	১.২.১ প্রশিক্ষিত যুব সংখ্যা	জন	লক্ষ্যমাত্রা-৩১০০০০ জন অর্জন-৩১২০০৩জন	৩১০০০০	২৮০০০০	২৪৬৫০০	২১৭০০০	১৮৭০০০		
		১.৩সফল যুব সংসঠনকে আর্থিক অনুদান প্রদান	১.৩.১. যুব সংগঠনের সংখ্যা	সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা-৭৫ অর্জন-৭৪টি	৭৫	৬৭	৫৯	৫৪	৪৭		
		১.৪প্রশিক্ষিত যুবদের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান	১.৪.১ উপকার ভোগীর সংখ্যা	জন	লক্ষ্যমাত্রা-৩৬৮০০ জন অর্জন-৪৩৪৩১জন	৩৬৮০০	৩৩৮০০	২৯১০০	২৫৭৬০	২২০০০		
		১.৫ আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি	১.৫.১ আত্মকর্মীর সংখ্যা	জন	লক্ষ্যমাত্রা- অর্জন-৫৯৩৯৫জন	৪০০০০	৩৬০০০	৩২৫০০	২৮০০০	২৪৭০০		
		১.৬ জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান	১.৬.১ পুরস্কার প্রাপ্ত আত্মকর্মী যুব/যুব সংগঠকের সংখ্যা	জন	লক্ষ্যমাত্রা-২৭ জন অর্জন-২৭ জন	২৭	২৪	২২	১৯	১৫		
		১.৭ জনসচেতনতা মূলক অনুষ্ঠান	১.৭.১ অনুষ্ঠানের সংখ্যা	সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা-১১৮৫ টি অর্জন-১১৮৫	১১৮৫	১০৫০	৯৪৫	৮৪০	৭০০		
		১.৮ প্রচার-প্রচারনা ও প্রকাশনা	১.৮.১ প্রকশনার সংখ্যা	সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা-১১টি অর্জন-১২টি	১১	১০	৯	৮	৬		

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে বাস্তবায়িত উত্তম চর্চাসমূহ ঃ

১। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে অনুষ্ঠিত সকল সভার নোটিশ,কার্যপত্র এবং কার্যবিবরণী গ্রুপমেইলে প্রেরণ এবং ওয়েবসাইটে

আপলোড করা হয়।

২। কাগজের ব্যবহারহ্রাস পেয়েছে।

৩। পত্র প্রেরণে ব্যয়হ্রাস পেয়েছে।

৪। উত্তম চর্চার অংশ হিসেবে পত্রসমূহ অনলাইনে(ই-নথি ও ই-মেইল) এ জারি করা হয়।

৫। নিয়মিত প্রশিক্ষণ আয়োজনের মাধ্যমে কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

জাতীয় যুবদিবস ২০১৮ এর ছবি

জাতীয় যুবদিবস ২০১৮ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছেন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

জাতীয় যুব পুরস্কার ২০১৮ বিজয়ীদের সাথে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ফটোসেশন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় যুব পুরস্কার ২০১৮ প্রদান করছেন সফল আত্মকর্মী মরিয়ম সুলতানা নয়ন'কে

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন কোটায় সফল আত্মকর্মী ডি এস এরশাদুল আলম কে
২০১৮ এর জাতীয় যুব পুরষ্কার প্রদান করছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

জাতীয় যুবদিবস ২০১৮ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-কে
স্বাগত জানাচ্ছেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ড. শ্রী বীরেন শিকদার এম.পি

জাতীয় যুবদিবস ২০১৮ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান করছেন রীনা রাণী ত্রিপুরাকে

জাতীয় যুবদিবস-২০১৮ এর শুভ উদ্বোধন করছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

জাতীয় যুবদিবস-২০১৮ যুবদের উৎপাদিত পণ্য প্রদশর্নী স্টলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

জাতীয় যুব দিবস-২০১৮ যুবদের উৎপাদিত পণ্য প্রদশর্নী স্টলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

যুব ভবনে কর্মকর্তা কর্মচারীদের সাথে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জাহিদ আহ্সান রাসেল এম,পি,

জাতীয় যুবদিবস ২০১৮ উদযাপন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

জাতীয় যুবদিবস ২০১৮ উদযাপন উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য র‍্যালির উদ্বোধন করছেন
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ড. শ্রী বীরেন শিকদার এম,পি

জাতীয় যুবদিবস ২০১৮ উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত বর্ণাঢ্য র‍্যালি

গাইবান্ধার সাঘাটায় জাতীয় যুব দিবস ২০১৮ উপলক্ষে আয়োজিত বর্ণাঢ্য যুব র‍্যালীতে জাতীয় সংসদের মাননীয় ডেপুটি স্পিকার জনাব মোঃ ফজলে রাব্বী মিয়া

বাস্তবায়নাধীন রাজস্ব কার্যক্রমের অগ্রগতির বিবরণ ঃ

০১। <u>ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি</u>

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উচ্চ মাধ্যমিক ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের শিক্ষায় শিক্ষিত আগ্রহী কর্মপ্রত্যাশী যুবক/যুবমহিলাদের জাতি গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ন্যাশনাল সার্ভিস সরকারের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত একটি কর্মসূচি। এ কর্মসূচি প্রাথমিকভাবে পাইলট কর্মসূচি হিসেবে ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে কুড়িগ্রাম, বরগুনা ও গোপালগঞ্জ জেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক উদ্বোধনের মাধ্যমে বাস্তবায়ন শুরু হয়। ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির অনুমোদিত নীতিমালা অনুযায়ী শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবক/যুবমহিলাদের দশটি সুনির্দিষ্ট মডিউলে তিন মাস মেয়াদি মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদানের পর জাতি গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হয়। প্রশিক্ষণ চলাকালীন প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে দৈনিক ১০০/- টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা এবং প্রশিক্ষণোত্তর অস্থায়ী কর্মসংস্থানে নিয়োজিত হওয়ার পর দৈনিক ২০০/- টাকা হারে কর্মভাতা প্রদান করা হয়। কর্মভাতা হতে প্রত্যেকে মাস শেষে ৪০০০ টাকা নগদ পায় এবং অবশিষ্ট ২০০০ টাকা সংশ্লিষ্টদের ব্যাংক হিসাবে জমা থাকে যা অস্থায়ী কর্মের মেয়াদ পূর্তিতে ফেরত প্রদান করা হয়। দ্বিতীয় পর্বে রংপুর বিভাগের ৭টি জেলার ৮টি উপজেলায় ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে সম্প্রসারণ করা হয়। তৃতীয় পর্বে দেশের দরিদ্রতম ১৭টি জেলার ১৭টি উপজেলায় ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে এবং চতুর্থ পর্বে ৭টি জেলার ২০টি উপজেলায় ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। পঞ্চম পর্বে ১৫টি জেলার ২৪টি উপজেলায় ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ষষ্ঠ পর্বে ১৩টি জেলার ২০টি উপজেলায় ও সপ্তম পর্বে ১৪টি জেলার ২০টি উপজেলায় এ কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা হয়েছে। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পর্বের অস্থায়ী কর্মসংস্থানের মেয়াদ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে।

অস্থায়ী কর্মসংস্থান উপজেলা প্রশাসন, আইন শৃংখলা রক্ষা, স্কুল, কলেজ, মাদরাসা, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা হাসপাতাল, ক্লিনিক, ব্যাংক ও বিভিন্ন সেবামূলক সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে সৃষ্টি করা হয়েছে। জুন ২০১৯ পর্যন্ত পাইলট কর্মসূচির আওতায় ৫৬৮০১ জন, দ্বিতীয় পর্বে ১৪৫১৫ জন, তৃতীয় পর্বে ১৬৩৪২
জন, চতুর্থ পর্বে ২৬৩৭৬ জন, পঞ্চম পর্বে ৩৭২৬৮ জন, ষষ্ঠ পর্বে ৪৮৪৬৭ জন এবং সপ্তম পর্বে ২৭৯৬৮ জনসহ মোট ২২৭৭৩৭ জনকে প্রশিক্ষণ এবং যথাক্রমে ৫৬০৫৪ জন, ১৪৪৬৭ জন, ১৪৮০৩ জন, ২৬৩৭৫ জন, ৩৭২৬৮ জন, ৪৮৪৬৭ জন এবং ২৭৯৬৮ জনসহ মোট ২২৫৪০২ জনের অস্থায়ী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মেয়াদ পূর্তির পর বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে ১২১১৮ জনের কর্মসংস্থান এবং ৫০৩৯৯ জনের আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচিতে ২০০৯ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত মোট ২৭০২ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং একই সময়ে মোট ব্যয় হয়েছে ২৫৩১ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে এ কর্মসূচিতে মোট ৬৬৯ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল এবং ব্যয় হয়েছে ৬৫৭ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে এ কর্মসূচির জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৬৮১ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা। পর্যায়ক্রমে এ কর্মসূচি দেশের সকল জেলা ও উপজেলায় সম্প্রসারণ করার পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির এক কার্যকর কৌশল হিসেবে এ কর্মসূচি ইতোমধ্যে ব্যাপক সাড়াও সৃষ্টি করেছে। দেশের গন্ডি পেরিয়ে বিদেশেও এ কর্মসূচিকে তুলে ধরার জন্যে এ কর্মসূচির ব্রান্ডিং এর কাজ শীঘ্রই শুরু করা হবে।

২. পরিবারভিত্তিক ঋণ কর্মসূচি

পরিবারভিত্তিক ঋণ কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো পরিবারিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করে কর্মপ্রত্যাশী দরিদ্র জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য ঋণ প্রদানের মাধ্যমে স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টি । দেশের মোট ৩১০টি উপজেলায় ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ কর্মসূচির আওতায় পরিবারের ঐতিহ্যগত পেশাকে কাজে লাগিয়ে বেকারত্ব নিরসন ও পারিবারিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য সমুন্নত রেখে কার্যক্রম সম্প্রসারণ, জীবনযাপনের মান ধাপে ধাপে উন্নয়নকল্পে পরিবারে সঞ্চয় অভ্যাস গড়ে তোলা এবং নারীর ক্ষমতায়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য-পরিচর্যা, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা এবং পরিবেশ উন্নয়নে জনগোষ্ঠিকে উদ্বুদ্ধ করা হয়। পরিবারভিত্তিক ঋণ কার্যক্রমের আওতায় একই পরিবারের অথবা নিকট আত্মীয় বা প্রতিবেশী পরিবারের পরস্পরের প্রতি আস্থাভাজনদের নিয়ে ৫ সদস্যের গ্রুপ গঠন করা হয়। একই গ্রামের স্থায়ী নিবাসী এরূপ ৭ থেকে ১০টি গ্রুপ নিয়ে একটি কেন্দ্র গঠিত হয়। কেন্দ্রের প্রত্যেক সদস্যকে ১ম, ২য়, ৩য়, দফায় যথাক্রমে সর্বোচ্চ ১২০০০/-, ১৬০০০/- ও ২০০০০/- টাকা হারে ঋণ প্রদান করা হয়। এছাড়া ৩য় দফা পর্যন্ত সফল ঋণ পরিশোধকারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে একটি কেন্দ্র হতে সর্বোচ্চ ০৫ জনকে আত্মকর্ম ঋণের নীতি পদ্ধতি অনুসরণ করে এন্টারপ্রাইজ ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। অধিদপ্তরের কর্মচারিগণ গ্রাম পর্যায়ে ঋণ বিতরণ এবং কেন্দ্র থেকে ঋণের কিস্তি সংগ্রহ করে। গ্রেস পিরিয়ড অর্থাৎ ঋণ পরিশোধের প্রস্তুতি সময় অতিক্রম করার পর সাপ্তাহিক কিস্তিতে ঋণের অর্থ আদায় করা হয়। কোন উপকারভোগীকে ঋণ গ্রহণ ও কিস্তি পরিশোধের জন্য অফিসে আসার প্রয়োজন হয় না। মূলধন পাওনার উপর ১০% (ক্রমহ্রাসমান) হারে সার্ভিস চার্জ আদায় করা হয়। এখানে সাপ্তাহিক কিস্তিতে পরিশোধিত আসলের উপর পরবর্তীতে আর কোন সার্ভিস চার্জ আদায় করা হয় না বিধায় মেয়াদ শেষে গড় সার্ভিস চার্জের হার প্রকৃত হিসেবে ৫% দাঁড়ায়। তবে মনে রাখা প্রয়োজন যাঁরা সময়মত সাপ্তাহিক কিস্তি পরিশোধ করেন তারাই সার্ভিস চার্জের ক্ষেত্রে বর্ণিত ৫% এর সুযোগ পেয়ে থাকেন। এ ঋণ প্রাপ্তির জন্যে কোন প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয় না। তবে মনোনীত সদস্যদের ৫দিনব্যাপি আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ঋণ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উপর গ্রাম পর্যায়ে কেন্দ্রভিত্তিক ওরিয়েন্টেশনের ব্যবস্থা করা হয়। পরিবারভিত্তিক ঋণ কার্যক্রমে ক্রমপুঞ্জিত ঋণ আদায়ের হার ৯৭.০২%।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
পরিবারভিত্তিক কর্মসূচির মোট মূলধনের	১৫৯৪৭.৯৯ লক্ষ টাকা।	৪৯৫৭.৯৩ লক্ষ টাকা।

জুন, ২০১৯ পর্যন্ত প্রবৃদ্ধির	৭৯৭৩.০৯ লক্ষ টাকা।	৭৯৭৩.০৯ লক্ষ টাকা।
প্রবৃদ্ধিসহ মোট ঋণ তহবিলের	১২৯৩১.০২ লক্ষ টাকা।	১২৯৩১.০২ লক্ষ টাকা।
ঋণ কর্মসূচির শুরু থেকে জুন, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণের	৭৭১২৬.৪৮ লক্ষ টাকা।	৬৯৬৫৮.০২ লক্ষ টাকা।
জুন, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আদায়যোগ্য ঋণের	৬৭৪৭১.০৮ লক্ষ টাকা।	৬৫৪৬২.০৬ লক্ষ টাকা।
ঋণ কর্মসূচির শুরু থেকে জুন, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত উপকারভোগীর	৬,৬৮,০৬১ জন।	৫,৯১,৫৫০ জন।
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ঋণ বিতরণের	১৯৩৯.০০ লক্ষ টাকা।	৩৩৬৮.২৬ লক্ষ টাকা।
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে উপকারভোগীর	১৬,১৬০ জন।	১২,২৪৯ জন।
২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ঋণ বিতরণের	১৯৩৯.২০ লক্ষ টাকা।	-
২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে উপকারভোগীর	১৬,১৬০ জন।	-

৩) একক ঋণ কর্মসূচি

এ কর্মসূচির আওতায় দেশের ৬৪টি জেলার ৪৯৭টি উপজেলায় (১০টি মেট্রোপলিটন ইউনিট থানাসহ) ঋণ কার্যক্রম রয়েছে। এ ঋণ কর্মসূচির আওতায় আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক/ অপ্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে প্রশিক্ষিত যুবদেরকে একক (ব্যক্তিকে) ঋণ প্রদান করা হয়। প্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে প্রশিক্ষিত একজন যুবক/যুবমহিলাকে প্রথম দফায় ৬০,০০০/- টাকা, দ্বিতীয় দফায় ৮০,০০০/- টাকা এবং তৃতীয় দফায় ১,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে প্রথম দফায় ৪০,০০০/-, দ্বিতীয় দফায় ৫০,০০০/- টাকা এবং তৃতীয় দফায় ৬০,০০০/- টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হয়। জেলা ও উপজেলায় দুটি কমিটির মাধ্যমে যথাক্রমে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণ অনুমোদন করা হয়। ঋণ প্রাপ্তির জন্য একজন ঋণ গ্রহিতাকে ১ জন জামিনদার নিশ্চিত করতে হয় এবং প্রাতিষ্ঠানিক/ অপ্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে প্রশিক্ষণ গ্রহণ বাধ্যতামূলক। গ্রেস পিরিয়ড অর্থাৎ ঋণ পরিশোধের প্রস্তুতি সময় অতিক্রম করার পর বিভিন্ন ট্রেডের জন্য নির্ধারিত মেয়াদে মাসিক কিস্তিতে ঋণের অর্থ আদায় করা হয়। মঞ্জুরকৃত ঋণ পাওনার উপর যুব পুরুষের ক্ষেত্রে ১০%, যুব নারীর ক্ষেত্রে ৯% এবং অটিস্টিক বা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন যুবদের ক্ষেত্রে ৮% (ক্রমহ্রাসমান) হারে সার্ভিস চার্জ আদায় করা হয়। এখানে মাসিক কিস্তিতে পরিশোধিত আসলের উপর পরবর্তীতে আর কোন সার্ভিস চার্জ আদায় করা হয় না। এ কর্মসূচির ক্রমপুঞ্জিত ঋণ আদায়ের হার ৯৪.৪৩%।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
মোট যুবঋণ মূলধনের	১৭৫০০.০০ লক্ষ টাকা।	১১৫৬০.৭২ লক্ষ টাকা।
জুন, ২০১৯ পর্যন্ত প্রবৃদ্ধির	১২৭৬৮.৬৩ লক্ষ টাকা।	১২৭৬৮.৬৩ লক্ষ টাকা।
প্রবৃদ্ধিসহ মোট ঋণ তহবিলের	২৪৪৭৭.৫৩ লক্ষ টাকা।	২৪৪৭৭.৫৩ লক্ষ টাকা।
জুন, ২০১৯ পর্যন্ত মোট ঋণ বিতরণের	১২০৯২৭.৭২ লক্ষ টাকা।	১১৬৬২৯.২১ লক্ষ টাকা।
জুন, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আদায়যোগ্য ঋণের	১০২৩৩৩.৯২ লক্ষ টাকা।	৯৬৬৩৪.০২ লক্ষ টাকা।
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ঋণ বিতরণের	৯৫৬১.০০ লক্ষ টাকা।	১০৯২৬.০৭ লক্ষ টাকা।
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে উপকারভোগীর	২১,৮৪০ জন।	১৪৫২৩ জন।
২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ঋণ বিতরণের	৯৮৬০.৮০ লক্ষ টাকা।	-
২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে উপকারভোগীর	২১,৯৪০ জন।	-

০৪। **প্রশিক্ষিত যুবদের আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি**

প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য প্রশিক্ষিত যুবদের উদ্বুদ্ধ করা

হয়। প্রশিক্ষিত যুবরা প্রাথমিক অবস্থায় পারিবারিকভাবে মূলধন সংগ্রহ করে আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রহণ করে। পরবর্তীতে আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প সম্প্রসারণ ও পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষিত যুবদের যুবঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়। আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত যুবদের মাসিক আয় ৬০০০/- টাকা থেকে ৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত। তবে কোন কোন সফল আত্মকর্মী যুব মাসে ১,০০,০০০/- টাকারও বেশি আয় করে থাকে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
আত্মকর্মসংস্থানের মোট	২৫,৫০,২২১ জন।	২১,৯২,০৪০ জন।
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে আত্মকর্মসংস্থানের	৭০,০০০ জন।	৬০,১২৮ জন।
২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে আত্মকর্মসংস্থানের	৭০,০০০ জন।	-

০৫। **কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র**

অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের পেশাগত মান উন্নয়ন এবং দক্ষতাবৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকার অদূরে সাভারে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের পশ্চিম পার্শ্বে ব্যাংক টাউনে ৫.৫৫ একর জমির উপর ১৯৯২ সালে কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। উপজেলা সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হলেও বর্তমানে এর কার্যক্রম রাজস্ব খাতের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। এ কেন্দ্রের মাধ্যমে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের পেশাগত মান উন্নয়নে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্যে কেন্দ্রে একটি তিন তলা প্রশাসনিক কাম একাডেমিক ভবন এবং একটি তিন তলা হোস্টেল রয়েছে। প্রশিক্ষণার্থীদের সুবিধার্থে একাডেমিক ভবনে একটি লাইব্রেরি রয়েছে। এছাড়া এ কেন্দ্রের মাধ্যমে নিয়মিত কর্মশালা ও সেমিনার আয়োজন করা হচ্ছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
শুরু থেকে জুন, ২০১৯ পর্যন্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারি প্রশিক্ষণের	-	১৫,৯১৮ জন।
শুরু থেকে জুন, ২০১৯ পর্যন্ত উপকারভোগী প্রশিক্ষণের	-	৮৮,৫৩৪ জন।
শুরু থেকে জুন, ২০১৯ পর্যন্ত আয়োজিত কর্মশালা/ সেমিনারের	২৬টি	২৬টি।
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের	১,৩০০ জন।	১,২৬৮ জন।
২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের	১০৯০ জন।	-

০৬। **আঞ্চলিক মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র**

মাঠ পর্যায়ে ঋণ গ্রহিতা সদস্যদের নেতৃত্ব বিকাশ, ঋণ ব্যবস্থাপনা, ঋণ ব্যবহার, স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকার অদূরে সাভার, সিলেট, রাজশাহী ও যশোরে কম-বেশি ৩.০০ একর জমির উপর ১৯৯২ সালে ৪টি আঞ্চলিক মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। উপজেলা সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রগুলো প্রতিষ্ঠিত হলেও বর্তমানে এর কার্যক্রম রাজস্ব খাতের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। এসকল কেন্দ্র ঋণ গ্রহিতা

সদস্যদের ঋণ ব্যবহার, তদারকি, স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার, পণ্য বাজারজাতকরণ বিষয়ে পরামর্শসহ উদ্যোক্তা হিসেবে তাদের গড়ে তোলার জন্য শুরু থেকে কাজ করে আসছে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্যে কেন্দ্রে একটি তিন তলা প্রশাসনিক কাম একাডেমিক ভবন রয়েছে এবং উক্ত ভবনের তিন তলায় হোস্টেল রয়েছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের	৪৫০ জন।	৪২০ জন।
২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের	৪৫০ জন।	-

০৯। শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে বাস্তবায়িত কর্মসূচি

এটি মূলতঃ একটি মানবসম্পদ উন্নয়ন, তথ্য ও গবেষণা কেন্দ্র। দেশের বিপুল জনগোষ্ঠিকে জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্তকরণ এবং যুবসমাজের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানবিক গুণাবলির বিকাশ সাধন, তাদের নানাবিধ সমস্যার সমাধান ও সামাজিক সংস্কারের লক্ষ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সম্মেলন, সমাবেশ, সেমিনার, কর্মশালা, সিম্পোজিয়াম, গবেষণা, প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণের জন্য জাতীয় পর্যায়ে ''শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র" ১৯৯৮ সালে ''শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ঢাকার অদূরে সাভারে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপরীতে ও সাভার ডেইরী ফার্ম সংলগ্ন ঢাকা আরিচা মহাসড়কের পূর্ব পার্শ্বে ৮.০০ একর জমির উপর শেখ হাসিনা

জাতীয় যুব কেন্দ্র ও সাভার যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এ কেন্দ্রে ৭০০ আসন বিশিষ্ট একটি আন্তর্জাতিক মানের আধুনিক অডিটরিয়াম, একটি আন্তর্জাতিক মানের হোস্টেল, একটি প্রশাসনিক কাম একাডেমিক ভবন, কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্যে তিনটি বাসভবন, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে পৃথক ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাস, মসজিদ, মেডিকেল সেন্টার, লাইব্রেরি, জিমনেসিয়াম, ক্যাফেটেরিয়া, গাড়ি রাখার গ্যারেজ ও অন্যান্য অবকাঠামো রয়েছে। বাংলাদেশে এটি যুবদের জন্য জাতীয় পর্যায়ে প্রথম মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ বিবেচনায় ২০১৪ সালে কেন্দ্রের জনবলসহ কার্যক্রম রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত হয়েছে। এই কেন্দ্রের মাধ্যমে দেশের যুবসমাজকে মানবসম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে নানা রকম মানবীয় গুণাবলি অর্জন সংক্রান্ত বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে এবং যুবদের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে তথ্য বিনিময়, তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণা কার্যক্রমকেও প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। কেন্দ্রটিকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা সমৃদ্ধ করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সে লক্ষ্যে ''শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট বিল-২০১৮" শীর্ষক একটি আইন ২৫-০২-২০১৮ তারিখে জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে। কেন্দ্রের ভৌতকাঠামোসহ প্রশিক্ষণ সুবিধাদিকে আধুনিক ও আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে কাজ এগিয়ে চলছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
মোট প্রকল্প ব্যয় (১৯৯৮-২০০৬)	২৭১০.২৪ লক্ষ টাকা।	২৬৯৭.০১ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প মেয়াদসহ প্রশিক্ষণের মোট	২২,৭৮১ জন।	২২,৯৮৬ জন।
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের	১৯৪৫ জন।	১৯৯০ জন।
২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের	১৯০০ জন।	-
প্রকল্প মেয়াদসহ সেমিনার/কর্মশালা/ সিম্পোজিয়ামের	৪৩০টি।	৪২৯টি।
প্রকল্প মেয়াদসহ বই প্রকাশনার	১০টি	১০ টি।
প্রকল্প মেয়াদসহ গবেষণার	২১ টি।	১৯ টি ।

০৭। বেকার যুবদের কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্ব)- এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত কর্মসূচি

দেশের শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করা এবং স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলাই সমাপ্ত এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। এ প্রকল্পের আওতায় (ক) কম্পিউটার ট্রেডে কম্পিউটার বেসিক এণ্ড আইসিটি এপ্লিকেশন কোর্স এবং প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইন কোর্স (খ) ইলেকট্রিক্যাল এণ্ড হাউজ ওয়্যারিং (গ) রেফ্রিজারেশন এণ্ড এয়ার-কণ্ডিশনিং এবং (ঘ) ইলেকট্রনিক্স ট্রেডে বেকার যুবদের হাতে কলমে বাস্তবভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ সমাপ্ত প্রকল্পের আওতায় দেশে-বিদেশে চাহিদাপূর্ণ এবং যুগোপযোগী ট্রেডে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে কর্মপ্রত্যাশী যুবরা কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হচ্ছে। উপরোক্ত ট্রেডসমূহের মধ্যে কম্পিউটার ট্রেডে দেশের সকল জেলায়, ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজ ওয়্যারিং ট্রেডে দেশের ২৩টি জেলায়, রেফ্রিজারেশন এণ্ড এয়ার-কণ্ডিশনিং ও ইলেকট্রনিক্স ট্রেডের প্রতিটিতে দেশের ০৯টি জেলায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। তবে এ প্রকল্প ও সমাপ্ত অবশিষ্ট কারিগরি প্রকল্পের মাধ্যমে সকল জেলায় উপ-পরিচালকের কার্যালয়ে উক্ত ট্রেডসমূহে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহের মেয়াদ ৬ মাস। প্রতি বছর প্রতি জেলায় ২টি কোর্সে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। কম্পিউটার বেসিক কোর্সে প্রতি ব্যাচে ৭০ জন, কম্পিউটার গ্রাফিক্স কোর্সে প্রতি ব্যাচে ৫০ জন, ইলেকট্রিক্যাল এণ্ড হাউজ ওয়্যারিং কোর্সে প্রতি ব্যাচে ৩০ জন, ইলেক্ট্রনিক্স কোর্সে প্রতি ব্যাচে ৩০ জন এবং রেফ্রিজারেশন এণ্ড এয়ার-কণ্ডিশনিং কোর্সে প্রতি ব্যাচে ৩০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এ প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০০৬ এ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের কার্যক্রমসহ জনবল রাজস্বখাতে স্থানান্তর প্রক্রিয়াধীন আছে। ইতোমধ্যে ৮০ জনকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর করা হয়েছে। বর্তমানে থোক বরাদ্দের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
মোট প্রকল্প ব্যয় (১৯৯৮-২০০৬)	৩৯৮৭.০০ লক্ষ টাকা ।	৩৬৯০.৭০ লক্ষ টাকা ।
প্রকল্প মেয়াদসহ প্রশিক্ষণের মোট	১,৭৬,১২০ জন।	১,৭৮,৪১৪ জন।
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের	১২,৬৪০ জন।	১২,৬৭২ জন।
২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের	১২,৬৪০ জন।	-

০৮। যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত কর্মসূচি

কর্মপ্রত্যাশী যুবক ও যুবমহিলাদের গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি পালন, মৎস্যচাষ ও কৃষি বিষয়ে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের কলাকৌশল সম্পর্কিত ০৩ মাস মেয়াদি আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তাদেরকে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করাই এ সমাপ্ত প্রকল্প ও রাজস্ব কর্মসূচির উদ্দেশ্য । যুবদেরকে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রকল্পের সম্পদ সংরক্ষণের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কেও জ্ঞানদান করা হয়। প্রতি ব্যাচে ৬০ জন বেকার যুবক ও যুবমহিলাকে আবাসিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংখ্যা মোট ৫৩টি। দেশের সকল জেলায় একটি করে আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে অপর একটি প্রকল্পের মাধ্যমে অবশিষ্ট ১১টি জেলায় ১১টি আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ বাস্তবায়িত হচ্ছে। ইতোমধ্যে ৯টির নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে এবং ২টির নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। বিদ্যমান ৫৩টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মধ্যে ২১টি ইতোমধ্যে রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত হয়েছে । অবশিষ্ট ৩২টি কেন্দ্র “ছাব্বিশটি নতুন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প এবং "১৮টি নতুন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন (১ম পর্যায়-০৮টি কেন্দ্র)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় স্থাপন করা হয়েছে। আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ সর্বনিম্ন ১.৫০ একর হতে ৭.০০ একর ভূমির উপর জেলা সদরে স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অফিস কাম একাডেমিক ভবন, কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের বাসস্থান, ছাত্রাবাস, ছাত্রীনিবাস, ডাক কাম পোল্ট্রি শেড, কাউ শেড, মৎস্য হ্যাচারী, পুকুর, নার্সারি ইউনিট এবং খেলার মাঠ রয়েছে। যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ দেশে মৎস্য ও পোল্ট্রি শিল্পের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। “ছাব্বিশটি নতুন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০০৬ এবং "১৮টি নতুন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন (১ম পর্যায়-০৮টি কেন্দ্র)” শীর্ষক প্রকল্পের মেয়াদ

জুন, ২০০৭ এ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্প দু'টির কার্যক্রমসহ জনবল রাজস্বখাতে স্থানান্তর প্রক্রিয়াধীন আছে। বর্তমানে থোক বরাদ্দের মাধ্যমে সমাপ্ত প্রকল্প দুটির প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পভুক্ত যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে রাজস্বখাতভুক্ত যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অনুরূপ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সকল যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে জুন, ২০১৯ পর্যন্ত মোট ৩,৪৪,৬৩৬ জন কর্মপ্রত্যাশী যুবক ও যুবমহিলাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে গতি সঞ্চার করে পূর্ণমাত্রায় কাজে লাগানো গেলে যুব প্রশিক্ষণ ও উন্নয়নে এ কেন্দ্রগুলো রোল মডেলে পরিণত হতে পারে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের	১৫০০০ জন।	১৪৮৯৫ জন ।
২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের	১৮,৫২০ জন।	-

১০। **বগুড়া আঞ্চলিক যুব কেন্দ্র স্থাপন এবং ফেনী, রাজশাহী ও সিলেট যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংস্কার, মেরামত ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) -এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত কর্মসূচি**

এ প্রকল্পের আওতায় বগুড়ায় একটি আঞ্চলিক যুব কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে এবং ফেনী, রাজশাহী ও সিলেট যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অবকাঠামোর উন্নয়নের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ সুবিধাদি সম্প্রসারণ করা হয়েছে। দেশের উত্তরাঞ্চলে যুব কার্যক্রম ও যুব সংগঠনের কার্যক্রম বেগবান করার লক্ষ্যে ২০০৩ সালে বগুড়া-রংপুর মহাসড়কের পার্শ্বে (রেল গেইট সংলগ্ন) ৬.৭৮ একর জমির উপর বগুড়া আঞ্চলিক যুব কেন্দ্র ও বগুড়া যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এ কেন্দ্রে একটি প্রশাসনিক কাম একাডেমিক ভবন, হলরুম, কর্মকর্তাদের বাসভবন, কর্মচারিদের বাসভবন, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে পৃথক
ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাস, মেডিকেল সেন্টার, লাইব্রেরি, জিমনেসিয়াম, গাড়ি রাখার গ্যারেজ ও অন্যান্য অবকাঠামো রয়েছে। বগুড়া আঞ্চলিক যুব কেন্দ্রের মাধ্যমে যুবসমাজের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানবিক গুণাবলির উন্নয়ন সাধন, যুব কার্যক্রমের উপর বিভিন্ন গবেষণা ও মূল্যায়ন এবং যুবদেরকে সম্পদে রূপান্তরের প্রয়াসে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণ, সেমিনার, কর্মশালা, সিম্পোজিয়াম, যুব সমাবেশ, প্রকাশনা ও প্রেষণাদানের ব্যবস্থা রয়েছে । এ প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০০৮ এ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের কার্যক্রমসহ জনবল রাজস্বখাতে স্থানান্তর প্রক্রিয়াধীন আছে। বর্তমানে থোক বরাদ্দের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
মোট প্রকল্প ব্যয় (২০০৩-২০০৮)	১৫৩৯.৬৬ লক্ষ টাকা।	১৪৬৮.২৫ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প মেয়াদসহ প্রশিক্ষণের মোট	১৩,১৩০ জন।	৭,৪৬৩ জন।
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের	৫০০ জন।	৫০৫ জন।
২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের	৪০০ জন।	-
প্রকল্প মেয়াদসহ সেমিনার, কর্মশালা ও সিম্পোজিয়ামের	১২৩ টি।	১২৫ টি।
প্রকল্প মেয়াদসহ গবেষণার	০২ টি।	০১ টি।
শর্ট ফিল্ম /ডকুমেন্টারী তৈরীর	০২ টি।	০২ টি।

১১। অবশিষ্ট ৪১টি জেলায় ইলেকট্রিক্যাল এণ্ড হাউজ ওয়্যারিং, ৫৫টি জেলায় ইলেকট্রনিক্স, ৫৫টি জেলায় এয়ার কণ্ডিশনিং এণ্ড রেফ্রিজারেশন প্রশিক্ষণ কোর্স সম্প্রসারণ প্রকল্প

দেশের শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করা এবং স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলাই এ সমাপ্ত প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। এ প্রকল্পের আওতায় (ক) অবশিষ্ট ৪১টি জেলায় ইলেকট্রিক্যাল এণ্ড হাউজ ওয়্যারিং (খ) ৫৫টি জেলায় রেফ্রিজারেশন এণ্ড এয়ার কণ্ডিশনিং এবং (গ) ইলেকট্রনিক্স ট্রেডে কর্মপ্রত্যাশী যুবদের হাতে কলমে বাস্তবভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। তবে এ প্রকল্প ও বেকার যুবদের কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্ব) শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের মাধ্যমে সকল জেলায় উপ-পরিচালকের কার্যালয়ে উক্ত ট্রেডসমূহে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এ প্রকল্পের কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরির সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি হাউজওয়্যারিং এর কাজ, রেফ্রিজারেটর, এয়ারকণ্ডিশন, টিভি, কম্পিউটার মনিটর, কার এসি, শ্যালো মেশিন ইত্যাদি মেরামতের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে অবদান রাখছে। প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহের মেয়াদ ৬ মাস। প্রতি বছর প্রতি জেলায় ২টি কোর্সে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ইলেকট্রিক্যাল এণ্ড হাউজ ওয়্যারিং কোর্সে প্রতি ব্যাচে ৩০ জন, ইলেক্ট্রনিক্স কোর্সে প্রতি ব্যাচে ৩০ জন এবং রেফ্রিজারেশন এণ্ড এয়ার-কণ্ডিশনিং কোর্সে প্রতি ব্যাচে ৩০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এ প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০১১ এ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের জনবল রাজস্বখাতে স্থানান্তরের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে। বর্তমানে থোক বরাদ্দের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
মোট প্রকল্প ব্যয় (২০০৫-২০১১) (৩য় সংশোধিত)	৪২৮০.০০ লক্ষ টাকা ।	৩৯৮২.২২ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প মেয়াদসহ প্রশিক্ষণের	১,০৮,৭২০ জন।	৮৭,০৮৭ জন।
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের	৯,০৬০ জন।	৫,৯২৩ জন।
২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের	৯,০৬০ জন।	-

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প সমূহের কার্যক্রমের অগ্রগতির বিবরণ

০১। <u>অবশিষ্ট ১১টি জেলায় নতুন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প</u>

বর্তমানে দেশের ৫৩টি জেলায় আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। অবশিষ্ট ১১টি জেলার বেকার যুবক ও যুবমহিলাদের গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি পালন, মৎস্যচাষ ও কৃষি বিষয়ে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের কলাকৌশল সম্পর্কিত আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন ও প্রশিক্ষণ প্রদান এ প্রকল্পের লক্ষ্য । ১৪৬ কোটি ৩৬ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা ব্যয়ে এ প্রকল্প গত ১৯-১০-২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে সংশোধনীর মাধ্যমে মোট প্রকল্প ব্যয় দাঁড়িয়েছে ২১৪ কোটি ৫০ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা। প্রকল্পের আওতায় গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী, নেত্রকোনা, জয়পুরহাট, নীলফামারী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর ও সাতক্ষীরা জেলায় আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে নেত্রকোনা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা, সাতক্ষীরা, নীলফামারী, লক্ষ্মীপুর, মেহেরপুর, রাজবাড়ী ও জয়পুরহাট আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ সমাপ্তির পর উপ-পরিচালকের কার্যালয়সহ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম স্থানান্তরিত হয়েছে। গাজীপুর এবং মানিকগঞ্জ যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ ৮৫% সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে নির্মাণ কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে দেশের ৬৪টি জেলাতেই আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হবে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
মোট প্রকল্প ব্যয় (২০১০-২০১৯)	২১৪৫০.৪৫ লক্ষ টাকা ।	১৮৯৫২.৭৬ লক্ষ টাকা ।
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বরাদ্দের	২৮০০.০০ লক্ষ টাকা ।	২০৩০.২১ লক্ষ টাকা ।
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ব্যয়ের	২০৩০.২১ লক্ষ টাকা ।	২০৩০.২১ লক্ষ টাকা ।
২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বরাদ্দ	৯৮০.০০ লক্ষ টাকা ।	-

০২। Integrated Management of Resources for Poverty Alleviation Through Comprehensive Technology(IMPACT)(Phase-2)

গবাদিপশু ও মুরগি পালন বিষয়ে আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প গ্রহণকারীদের প্রকল্পের উচ্ছিষ্ট ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে বায়োগ্যাস উৎপাদন করে জ্বালানি চাহিদা পূরণ করা এ প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য । প্রকল্পটি গত ২৬-০১-২০১৪ তারিখে ৩৭৯৪.৮৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের মেয়াদ অপরিবর্তিত রেখে ০১-১২-২০১৫ তারিখে ৬২১৯.১২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পের ১ম সংশোধনী অনুমোদিত হয়েছে এবং ৩১-০৭-২০১৮ তারিখে ৭৪৭৫.৩৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পের ২ম সংশোধনী অনুমোদিত হয়েছে। পরিবেশ বান্ধব এ প্রকল্পের আওতায় দেশের ৬১টি জেলার ৬৬টি উপজেলায় জ্বালানি চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে প্রকল্প মেয়াদে মোট ৩১০০০ বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট তৈরি করা হবে। এ সকল বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের ফলে স্থানীয়ভাবে পরিবেশের উন্নয়ন ঘটবে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ ৩০-০৬-২০১৯ এ সমাপ্ত হয়েছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
মোট প্রকল্প ব্যয় (জানুয়ারি ২০১৪- জুন ২০১৯) ২য় সংশোধিত	৭৪৭৫.৩৮ লক্ষ টাকা ।	৭৩৭১.৯১ লক্ষ টাকা ।
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বরাদ্দের	১৪৫০.০০ লক্ষ টাকা ।	১৪৫০.০০ লক্ষ টাকা ।
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ব্যয়ের	১৪৫০.০০ লক্ষ টাকা ।	১৪১৪.৯১ লক্ষ টাকা ।
প্রকল্প মেয়াদে বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের	৩১০০০ টি	৩১০০০টি
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের	১০০৬২টি	১০০৬২টি
প্রকল্প মেয়াদে ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ	২৯৩০০ জন	২৯৩০০ জন
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ	৩৩০০ জন	৩৩০০ জন

০৩। শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র জোরদারকরণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প

‘‘শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র'' ১৯৯৮ সালে ‘‘শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সাভারে স্থাপিত হয়। এ প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০০৬ এ সমাপ্ত হয়। প্রকল্পের মেয়াদ সমাপ্তির পর জনবলসহ কার্যক্রম রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর প্রক্রিয়াধীন থাকায় থোক বরাদ্দের মাধ্যমে এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়। কিন্তু কোন বছরই যথাসময়ে চাহিদা অনুযায়ী থোক বরাদ্দ না পাওয়ায় কেন্দ্রের কার্যক্রম লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। ‘‘শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র'' দেশে মানবসম্পদ উন্নয়নে একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। দেশের মানবসম্পদ উন্নয়ন, তথ্য ও গবেষণা কার্যক্রমে শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্রের অবদানকে আরো সম্প্রসারিত এবং এটিকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করার লক্ষ্যে ‘‘শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র জোরদারকরণ ও আধুনিকীকরণ'' শীর্ষক প্রকল্পটি প্রণয়ন করা হয়েছে। এ প্রকল্পটি মার্চ ২০১৫ হতে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত মেয়াদে ২০৮৯.৫৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নের

জন্য পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী ১৯-০৫-২০১৫ তারিখে অনুমোদন করেছেন। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
মোট প্রকল্প ব্যয় (মার্চ ২০১৫- ডিসেম্বর ২০১৯)	২০৮৯.৫৩ লক্ষ টাকা ।	১৭৫২.৮৩ লক্ষ টাকা ।
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বরাদ্দের	৩০০.০০ লক্ষ টাকা ।	৩০০.০০ লক্ষ টাকা ।
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ব্যয়ের	৩০০.০০ লক্ষ টাকা ।	২৭৯.২৩ লক্ষ টাকা ।
২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বরাদ্দ	১৫৯.০০ লক্ষ টাকা ।	-
প্রকল্প মেয়াদে প্রশিক্ষণের	৯৬৪২ জন।	৮২৭০ জন।
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের	১৯৪৫ জন।	১৯৯০ জন।
২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের	১৯০০ জন।	-

০৪। <u>৬৪টি জেলায় তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প</u>

দেশে-বিদেশে দক্ষ যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রা আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা এবং শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে এ প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী ১৭৪৯.৯১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ০৯-১০-২০১৬ তারিখে প্রকল্পটি অনুমোদন করেছেন। ০১-০৭-২০১৬ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ২৯,৮০০ জন বেকার যুবক ও যুবমহিলা কম্পিউটার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে। পরবর্তীতে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী ৩০৬৬.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ০১-০৭-২০১৬ থেকে ৩০-০৬-২০২০ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ২২-১০-২০১৮ তারিখে প্রকল্পের ১ম সংশোধন অনুমোদন করেছেন। এ প্রকল্পের আওতায় কম্পিউটার বেসিক এণ্ড আইসিটি এপ্লিকেশন প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য দেশের ৬৪টি জেলায় ৭০টি এবং প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইন প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ৬টি বিভাগীয় শহরে ৬টিসহ মোট ৭৬টি কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
মোট প্রকল্প ব্যয় (২০১৬-২০২০) ১ম সংশোধিত	৩০৬৬.০০ লক্ষ টাকা ।	২৭৬৫.৭০ লক্ষ টাকা ।
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বরাদ্দের	১৩২৭.০০ লক্ষ টাকা ।	১৩২৭.০০ লক্ষ টাকা ।
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ব্যয়ের	১৩২৭.০০ লক্ষ টাকা ।	১৩১৭.৬৮ লক্ষ টাকা ।
২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বরাদ্দ	২৭০.০০ লক্ষ টাকা ।	-

০৫। <u>উত্তরবঙ্গের ৭টি জেলায় বেকার যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি প্রকল্প (২য় পর্ব)</u>

উত্তরবঙ্গের ৭টি জেলার বেকার যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি প্রকল্পের প্রথম পর্বের মেয়াদ ৩০ জুন ২০১৬ এ সমাপ্ত হয়েছে। সফলভাবে বাস্তবায়িত এ প্রকল্পের সাফল্য ধরে রাখা এবং উত্তরবঙ্গের ৭টি জেলার কর্মপ্রত্যাশী যুবদের জন্য কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে এ প্রকল্পের ২য় পর্ব বাস্তবায়নের প্রস্তাব করা হয়। ২য় পর্ব বাস্তবায়িত হলে ২৮২০০ জন যুবক ও যুবমহিলা উপকৃত হবে। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী ২৭-১২-২০১৭ তারিখে প্রকল্পটি অনুমোদন করেছেন। ০১-০১-২০১৮ থেকে ৩১-১২-২০২০ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ১৬৪৯.৭২ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। প্রকল্পের আওতায়

প্রশিক্ষিত যুবদের ঋণ সহায়তা প্রদানের জন্য প্রথম পর্বের ঋণ তহবিল ৫৪৭৯.৭৬ লক্ষ টাকা ২য় পর্বে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
মোট প্রকল্প ব্যয় (জানুয়ারি ২০১৮- ডিসেম্বর ২০20)	১৬৪৯.৭২ লক্ষ টাকা ।	৮২১.৬৪ লক্ষ টাকা ।
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বরাদ্দের	৬৫৬.০০ লক্ষ টাকা ।	৬৫৬.০০ লক্ষ টাকা ।
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ব্যয়ের	৬৫৬.০০ লক্ষ টাকা ।	৬৫১.১৮ লক্ষ টাকা ।
২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বরাদ্দ	৫২৫.০০ লক্ষ টাকা ।	-
প্রকল্প মেয়াদে প্রশিক্ষণের	২৮২০০ জন।	১৪১০০ জন।
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের	৯৪০০ জন।	৯৪০০ জন।
২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের	৯৪০০ জন।	
প্রকল্প মেয়াদে কর্মশালার	১৬২টি।	৫৪টি।
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কর্মশালার	৫৪টি।	৫৪টি।

০৬। <u>সুবিধাবঞ্চিত প্রান্তিক যুবকদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের জন্য চামড়াজাত দ্রব্য উৎপাদন, বিপণন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প</u>।

অধিকাংশ দলিত পরিবার অর্থনৈতিকভাবে চরম দরিদ্র। তারা সমাজের মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন এলাকায় বসবাস করে। দলিত জনগোষ্ঠির মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকায় আধুনিক দক্ষতার অভাবে তারা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনগ্রসর। সমাজের অবহেলিত, সুবিধাবঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া এসব জনগোষ্ঠির সকল প্রকার বৈষম্য বঞ্চনার অবসান ঘটিয়ে অবহেলিত এ জনগোষ্ঠিকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে সমাজের মূলধারায় সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে এ প্রকল্পটি পিপিপি এর আওতায় বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। দলিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী ২২-০১-২০১৯ তারিখে প্রকল্পটি অনুমোদন করেছেন। ০১-১১-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০২১ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ২৮০৪.২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে।
প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ১২০০ জন যুবক ও যুবমহিলা উপকৃত হবে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
মোট প্রকল্প ব্যয় (নভেম্বর ২০১৮- জুন ২০২১)	২৮০৪.২৫ লক্ষ টাকা ।	-
২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বরাদ্দ	১৩১৫.০০ লক্ষ টাকা ।	-
প্রকল্প মেয়াদে প্রশিক্ষণের	১২০০ জন।	-

<u>টি, এ প্রকল্প</u>

০৭। <u>টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হুইলস ফর আণ্ডারপ্রিভিলেজড রুরাল ইয়াং পিপুল অব বাংলাদেশ</u>

বর্তমানে বাংলাদেশে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সুবিধা জেলা শহর কেন্দ্রিক। উপজেলা পর্যায়ে কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সুযোগ
এখনও সম্প্রসারিত না হওয়ায় গ্রামীণ যুবক ও যুবমহিলারা তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক এ সুবিধা হতে বঞ্চিত হচ্ছে। এছাড়া বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের কম্পিউটার বিষয়ে অধিকহারে প্রশিক্ষণ প্রদান করা প্রয়োজন। এ অবস্থায় গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র কর্মপ্রত্যাশী যুবদের জন্য ভ্রাম্যমাণ আইসিটি ট্রেনিং ভ্যানের মাধ্যমে ইন্টারনেটসহ কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে "টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হুইলস ফর আণ্ডারপ্রিভিলেজড রুরাল ইয়াং পিপল অব বাংলাদেশ" শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পে অত্যাধুনিক কম্পিউটার সিস্টেম, ভ্রাম্যমান ইন্টারনেট সুবিধা, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, অডিও সিস্টেম ইত্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত ভ্রাম্যমাণ আইসিটি ট্রেনিং ভ্যানের মাধ্যমে দেশের ০৮টি বিভাগের ৬৪টি জেলার উপজেলা পর্যায়ে ঘুরে ঘুরে কর্মপ্রত্যাশী যুবদের কম্পিউটার ও ইন্টারনেট বিষয়ে এক মাস মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ০৭টি বিভাগের জন্য ১টি করে সুসজ্জিত ভ্রাম্যমাণ আইসিটি ট্রেনিং ভ্যানের সংস্থান প্রকল্পে রয়েছে। প্রশিক্ষণ চলাকালিন এক মাস ভ্রাম্যমাণ আইসিটি ট্রেনিং ভ্যান সংশ্লিষ্ট উপজেলায় অবস্থান করে। জাপান সরকারের অর্থায়নে ০১-০১-২০১৫ থেকে ৩১-১২-২০১৯ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ২০০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। এ কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে মোট ১৫৮৪০ জন কর্মপ্রত্যাশী যুবক ও যুবমহিলা প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ পাবে। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী ১৯-০৫-২০১৫ তারিখে প্রকল্পটি অনুমোদন করেছেন। পরবর্তীতে প্রকল্পের মোট ব্যয় অপরিবর্তিত রেখে প্রকল্পের মেয়াদ ৩১-১২-২০২০ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রকল্পের কাজ বর্তমানে দ্রুত এগিয়ে চলছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
মোট প্রকল্প ব্যয় (জানুয়ারি ২০১৫- ডিসেম্বর ২০২০) ১ম সংশোধিত	২০০০.০০ লক্ষ টাকা ।	১৫৫৭.৮২ লক্ষ টাকা ।
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বরাদ্দ	২৬৮.০০ লক্ষ টাকা ।	২৬৮.০০ লক্ষ টাকা ।
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ব্যয়	২৬৮.০০ লক্ষ টাকা ।	২৬৬.৮৩ লক্ষ টাকা ।
২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বরাদ্দ	২৫৮.০০ লক্ষ টাকা ।	-
প্রকল্প মেয়াদে প্রশিক্ষণের	১৫৮৪০ জন।	১০৮৭৩ জন।
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের	৩৩৬০ জন।	৩৬৬৫ জন।
২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের	৩৩৬০ জন।	-

০৮। " Support to develop National Plan of Action for Implementation National Youth Policy and youth Development Index "**প্রকল্প**।

প্রকল্পটি ইউএনএফপিএ এর অর্থায়নে ৯ম কান্ট্রি প্রোগ্রামের আওতায় ২৪০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জামালপুর, বরিশাল, বরগুনা, পটুয়াখালী ও বগুড়া জেলায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জাতীয় যুবনীতি বাস্তবায়নের
জন্য ন্যাশনাল এ্যাকশন প্লান এবং ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স তৈরি করা। এছাড়া যুবদের লাইফ স্কীল এডুকেশন প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং যুবমহিলাদের লাইফ স্কীল এডুকেশন প্রদানের বিষয়ে পরিবার, সমাজ, প্রাতিষ্ঠানিক স্টেকহোল্ডার ও গেটকিপারদের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ পরিবর্তনে এ প্রকল্প কাজ করছে। ০১-১০-২০১৭ হতে ৩১-১২-২০২০ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
মোট প্রকল্প ব্যয় (অক্টোবর ২০১৭- ডিসেম্বর ২০২০)	২৪০.০০ লক্ষ টাকা ।	৮৫.৭৪ লক্ষ টাকা ।
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বরাদ্দ	৮৬.০০ লক্ষ টাকা ।	৬৯.১৩ লক্ষ টাকা ।
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ব্যয়	৬৯.১৩ লক্ষ টাকা ।	৬৮.৮০ লক্ষ টাকা ।
২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বরাদ্দ	৩৯.০০ লক্ষ টাকা ।	-

অন্যান্য কার্যক্রম

(ক) জাতীয় যুবদিবস

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১ নভেম্বর তারিখে জাতীয় যুবদিবস উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। যে সকল প্রশিক্ষিত সফল যুবক ও যুবমহিলা আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প স্থাপনে এবং যে সকল যুবসংগঠক সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে দৃষ্টান্তমূলক অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে তাদেরকে জাতীয় যুবদিবসে **জাতীয় যুব পুরস্কার** প্রদান করা হয়। এ যাবৎ ৩৪ জন যুবসংগঠকসহ মোট ৪১৮ জনকে জাতীয় যুব পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে। এ বছর ২৭ জন সফল যুবক ও যুবমহিলা, প্রতিবন্ধী যুব এবং যুবসংগঠককে জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান করা হবে।

(খ) আন্তর্জাতিক যুবদিবস

পর্তুগালের লিসবনে ১৯৯৮ সালের ৮-১২ আগষ্ট অনুষ্ঠিত বিশ্ব যুব মন্ত্রীদের কনফারেন্সে ১২ আগস্টকে আন্তর্জাতিক যুবদিবস ঘোষণা করার জন্য জাতিসংঘের নিকট সুপারিশ করা হয়। লিসবন কনফারেন্সের সুপারিশের প্রেক্ষিতে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ৫৪/১২০ নং রেজ্যুলিউশনের মাধ্যমে ১২ আগস্টকে ”আন্তর্জাতিক যুবদিবস” হিসেবে ঘোষণা করে এবং যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালনের জন্য সকল সদস্য রাষ্ট্রকে অনুরোধ জানায়। বাংলাদেশে প্রতি বছর যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালন করা হয়। .

(গ) যুব সংগঠন তালিকাভুক্তিকরণ

যুব সংগঠনসমূহকে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণের মূল দায়িত্ব যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর পালন করে থাকে। যুবসংগঠনসমূহকে দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে আরো সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করানোর লক্ষ্যে অধিদপ্তর কর্তৃক এদের তালিকাভুক্তি করা হতো। যুব সংগঠন (নিবন্ধন এবং পরিচালনা) আইন ২০১৫ জাতীয় সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর যুবসংগঠন তালিকাভুক্তির কাজ বন্ধ হয়ে যায়। জুন, ২০১৭ পর্যন্ত ১৮৩৫২টি যুব সংগঠন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

(ঘ) যুব সংগঠনসমূহকে অনুদান

যুবসংগঠনসমূহকে কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদানের নিমিত্ত ১৯৮৫ সালে যুব কল্যাণ তহবিল গঠনের পর থেকে অদ্যাবধি ১১৬৪১টি যুব সংগঠনকে মোট ১৬ কোটি ৬৩ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা প্রকল্পভিত্তিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। যুব কল্যাণ তহবিলের বর্তমান মূলধন পনের কোটি টাকা। কর্মসূচির সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে অনুন্নয়ন খাত থেকে ৭৩টি যুব সংগঠনকে ১৩.০০ লক্ষ টাকা অনুদান দেয়া হয়েছে।

অনুন্নয়ন খাতের আওতায় এ পর্যন্ত ২৪৬১টি যুব সংগঠনকে ০১ কোটি ৭০ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা অনুদান দেয়া হয়েছে।

(ঙ) যুব সংগঠন নিবন্ধন

যুব সংগঠনসমূহকে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করা এবং যুব
সংগঠনসমূহের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যুব সংগঠন (নিবন্ধন এবং পরিচালনা) আইন ২০১৫ গত ৩০-০৩-২০১৫ তারিখে জাতীয় সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। এ আইনের আলোকে যুব সংগঠনসমূহকে নিবন্ধন প্রদানের লক্ষ্যে যুব সংগঠন (নিবন্ধন এবং পরিচালনা) বিধিমালা ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়েছে। বিধিমালার আলোকে যুব সংগঠন নিবন্ধন কাজ জুলাই ২০১৭ হতে মাঠ পর্যায়ে শুরু করা হয়েছে। জুন ২০১৯ পর্যন্ত ৩৬৩১টি যুব সংগঠন নিবন্ধন করা হয়েছে।

(চ) কমনওয়েলথ ইয়ুথ প্রোগ্রাম

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কমনওয়েলথ ইয়ুথ প্রোগ্রাম, এশিয়া সেন্টারের সহযোগিতায় দূর প্রশিক্ষণ কোর্স, সেমিনার, কর্মশালা, যুব বিনিময় কর্মসূচি ও রিজিওনাল এ্যাডভাইজারি বোর্ড মিটিং ইত্যাদি আয়োজন করে আসছে। কমনওয়েলথ ইয়ুথ প্রোগ্রাম, এশিয়া সেন্টার থেকে এ যাবৎ ৭৬ জন কর্মকর্তা/যুবসংগঠনের প্রতিনিধি যুব উন্নয়ন বিষয়ে ডিপ্লোমা লাভ করেছেন। পরবর্তীতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে কমনওয়েলথ দূর প্রশিক্ষণ ডিপ্লোমা কোর্সের আওতায় ৯৯ জন ছাত্র-ছাত্রী ডিপ্লোমা অর্জন করেছে।

(ছ) আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থার সাথে সম্পর্ক

জাইকা (জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগী সংস্থা), কোইকা (কোরিয়া আন্তর্জাতিক সহযোগী সংস্থা), জাতিসংঘ এবং এর অংগ সংস্থা ইউএনডিপি, ইউএনএফপিএ, এসকাপ, ইউনেস্কো, আমেরিকান পিস কোর এবং আইএলও ইত্যাদি আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। ইতোমধ্যে জাইকার ৪৪ জন, কোইকার ৫০ জন এবং আমেরিকান পিস কোরের ৯৭ জন স্বেচ্ছাসেবী এবং জাতিসংঘের ৪৬ জন ইউএনভি কাজের মেয়াদ শেষে দেশে ফিরে গিয়েছে।

(জ) জাতীয় যুবনীতি

একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য একটি যুগোপযোগী জাতীয় যুবনীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে ২০০৩ সালে অনুমোদিত যুবনীতি সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিমার্জন করে বর্তমান সময়ের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি নতুন যুবনীতি প্রণয়নের জন্য নতুন যুবনীতির খসড়া প্রণয়নের দায়িত্ব যুব সংগঠন বিওয়াইএলসি-কে প্রদান করা হয়। বিওয়াইএলসি বিভিন্ন পর্যায়ের যুবদের সাথে মতবিনিময়, বিভাগীয় পর্যায়ে কর্মশালার আয়োজন করে জাতীয়

যুবনীতির একটি খসড়া প্রণয়ন করে। প্রণীত খসড়ার উপর সমাজের সকল পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গের মতামত গ্রহণ, যুব ও ক্রীড়া

মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির বৈঠকে উপস্থাপন এবং সর্বশেষ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের নিয়ে আয়োজিত কর্মশালায় জাতীয় যুবনীতির খসড়া চূড়ান্ত করা হয়। জাতীয় যুবনীতি মন্ত্রিসভা কর্তৃক ২০১৭ সালে অনুমোদিত হয়েছে। বর্তমানে কর্ম-পরিকল্পনা (এ্যাকশন প্ল্যান) প্রণয়নের কাজ চলছে।

(ঝ) কমনওয়েলথ পুরস্কার

কমনওয়েলথ ইয়ুথ প্রোগ্রাম, এশিয়া সেন্টার এশীয় অঞ্চলের কমনওয়েলথভূক্ত দেশসমূহে যুব কার্যক্রম বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা এবং যুবসংগঠনের সমাজ উন্নয়নমূলক কাজের স্বীকৃতি হিসেবে প্রতি বছর বিভিন্ন শিরোনামে কমনওয়েলথ পুরস্কার প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশে যুব কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য এ পর্যন্ত ৭ (সাত) জন সফল যুবসংগঠক কমনওয়েলথ এ্যাওয়ার্ড ফর এক্সিলেন্স ইয়ুথ ওয়ার্ক এ্যাওয়ার্ড, ৮ (আট) জন কমনওয়েলথ ইয়ুথ সার্ভিস এ্যাওয়ার্ড, ১ (এক) জন সফল আত্মকর্মী প্যান কমনওয়েলথ ইয়ুথ সার্ভিস এ্যাওয়ার্ড এবং ৩ (তিন) জন সফল যুবসংগঠক কমনওয়েলথ ইয়ুথ সিলভার এ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন।

(ঞ) সার্ক ইয়ুথ এ্যাওয়ার্ড

সার্ক ইয়ুথ এ্যাওয়ার্ড স্কিম ১৯৯৭ সাল থেকে চালু করা হয়েছে। সার্ক অঞ্চলের দেশসমূহের মধ্যে যুব কার্যক্রমকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে প্রতি বছর সার্ক সচিবালয় থেকে সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য সার্ক ইয়ুথ এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। এ পর্যন্ত বাংলাদেশের ২ (দুই) জন সফল যুবসংগঠক সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য সার্ক ইয়ুথ এ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন।

অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন প্রকল্প

০১। যানবাহন চালনা প্রশিক্ষণ প্রকল্প।

দেশে সড়ক দুর্ঘটনা রোধকল্পে যানবাহন চালনায় দক্ষ ড্রাইভার তৈরি করে দেশে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে এ প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ৪০টি কেন্দ্রে ৬৪টি জেলার প্রশিক্ষণার্থীগণ অংশগ্রহণ করতে পারবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ৪০০০০ জন কর্মপ্রত্যাশী যুবক ও যুবমহিলা যানবাহন চালনা বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে। ০১-০৭-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০২২ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ১৩৪৭৪.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে।

০২। উপজেলা পর্যায়ে যুব প্রশিক্ষণ-বিনোদন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ এ তারুণ্যের শক্তি যুবসমাজের উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ইশতেহারে ২০২৩ সাল নাগাদ অতিরিক্ত ১ কোটি ৫০ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টির পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। এজন্য কারিগরি শিক্ষা এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে অধিকতর বিনিয়োগ করা হবে এবং প্রতিটি উপজেলায় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। এসব

প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যুবদের বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেয়ার পাশাপাশি এই কেন্দ্রগুলোকে পর্যায়ক্রমে তরুণ কর্মসংস্থান কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হবে। প্রকল্পের আওতায় প্রথম পর্যায়ে ৬৪টি জেলার ১৪০টি উপজেলায় যুব প্রশিক্ষণ-বিনোদন কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে প্রতি বছর প্রতি উপজেলায় ১০০০ জন কর্মপ্রত্যাশী যুবক ও যুবমহিলা বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে। ০১-০৭-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০২২ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ২৩৪৮৯৭.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে।

০৩। <u>পাঁচটি জেলায় যুব নারী শ্রমিকদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ প্রকল্প</u>।

তৈরি পোশাক শিল্প খাতের উত্তরোত্তর সম্প্রসারণের ফলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টিতেও তৈরি পোশাক শিল্প বিপ্লব সাধন করেছে। বিশেষ করে নারী শ্রমিকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে তৈরি পোশাক শিল্প খাত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বর্তমানে তৈরি পোশাক শিল্প খাতে ৬০ মিলিয়ন বা ৬০ লক্ষের অধিক লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে যাদের ৮০ শতাংশই নারী শ্রমিক। শ্রমঘন এ শিল্পে কর্মরত লক্ষ লক্ষ নারী শ্রমিকদের কারখানার কাছাকাছি অবস্থানের জন্য পর্যাপ্ত আবাস সুবিধা না থাকায় নারী শ্রমিকদের কর্মস্থলে আসা-যাওয়া খুবই কষ্টকর। তাছাড়া, কর্মজীবি নারী শ্রমিকদের নিরাপত্তার বিষয়টিও বিবেচ্য। তৈরি পোশাক শিল্প খাতে কর্মরত যুব নারী শ্রমিকদের আবাসন সমস্যা ও তাদের নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনা করে তাদের আবাসনের সুবিধার্থে দেশের ৫টি স্থানে প্রতিটি ১০০০ শয্যার ৫টি বহুতল হোস্টেল নির্মাণ করার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ০১-০৭-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০২২ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ৬৩৫৫১.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে।

০৪। <u>নিবন্ধিত যুব সংগঠনের সদস্যদের প্রশিক্ষিত করে কর্মসংস্থানে আগ্রহীকরণ প্রকল্প</u>।

যুব সংগঠনসমূহকে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণের মূল দায়িত্ব যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর পালন করে থাকে। ইতোপূর্বে যুব সংগঠনসমূহকে দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে আরো সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করা এবং যুব সংগঠনসমূহের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যুব সংগঠন (নিবন্ধন এবং পরিচালনা) আইন জাতীয় সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। এ আইনের আলোকে প্রণীত বিধিমালার আলোকে যুব সংগঠন নিবন্ধন করা হচ্ছে। নিবন্ধিত যুবসংগঠনসমূহের মধ্যে প্রতিটি উপজেলা হতে ২টি করে মোট ৯৯২টি যুব সংগঠনকে এ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করে প্রতিটি সংগঠন হতে ৩০ জন সদস্যকে তাদের চাহিদা মত বিষয়ে দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ দিয়ে যৌথ প্রকল্প স্থাপনের মাধ্যমে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য। ০১-০৭-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০২২ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ১৬০২৭.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে।

০৫। <u>যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প (৭টি কেন্দ্র)</u>।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতায় দেশের ৬৪টি জেলায় ৬৪টি আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। ৬৪টি কেন্দ্রের মধ্যে ৫৮টি কেন্দ্রে বহুতল একাডেমিক কাম অফিস ভবন, প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য পুরুষ ও মহিলা হোস্টেল, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বাসস্থানসহ বিভিন্ন অবকাঠামো রয়েছে। কিন্তু ৬টি কেন্দ্রে আধা-পাকা অবকাঠামো রয়েছে যা বর্তমানে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। ফলে দাপ্তরিকসহ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমস্যা হচ্ছে। এছাড়া ১টি কেন্দ্রে স্থান সংকুলান না

হওয়ায় বহুতল একাডেমিক কাম অফিস ভবন নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়েছে। দেশের সকল আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে একই রকম সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে এ প্রকল্পটি প্রস্তাব করা হয়েছে। ০১-০৭-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০২২ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ৪৩৬৬৭.৯৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে।

০৬। কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প (২য় পর্ব)।

কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্পের মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ এ সমাপ্ত হয়েছে। সফলভাবে বাস্তবায়িত এ প্রকল্পের সাফল্য ধরে রাখা এবং দেশের ৫৭টি জেলার কর্মপ্রত্যাশী যুবদের জন্য কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে এ প্রকল্পের ২য় পর্ব বাস্তবায়নের প্রস্তাব করা হয়েছে। ২য় পর্ব বাস্তবায়িত হলে ৩২৯১৩০ জন যুবক ও যুবমহিলা উপকৃত হবে। ০১-০৭-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০২২ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ৪০৮৩৮.৬৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে।

০৭। বেকারমুক্ত গ্রাম সৃজন প্রকল্প।

এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ৪৯২টি উপজেলায় ৪৯২টি গ্রামকে বেকারমুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। খুলনা জেলার রূপসা ও কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী উপজেলায় **বেকারমুক্ত গ্রাম সৃজন** ইনোভেশন ধারণাটি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রকল্পসহ সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, উপজেলায় কর্মরত বিভিন্ন দপ্তর ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ ইনোভেশন ধারণাটির সুবিধা সারা দেশে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এ প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে। ০১-০৭-২০১৯ থেকে ৩১-১২-২০২২ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ৪০১৮৮.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে।

০৮। যুব তথ্য বাতায়ন স্থাপন প্রকল্প।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের জন্য একটি কেন্দ্রীয় ইয়ূথ ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম স্থাপন এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। কেন্দ্রীয় ইয়ূথ ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এ দেশের যুবদের যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণ করা হবে। কেন্দ্রীয় ইয়ূথ ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম হতে সরকারি ও বেসরকারি যে কোন প্রতিষ্ঠান সকল প্রকার তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে। ০১-১০-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০২২ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ২৫২৪.০১ লক্ষ টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে।

০৯। ইনটিগ্রেটেড ম্যানেজমেন্ট অব রিসোর্সেস ফর পভারটি এলিভিয়েশন থ্রু কম্প্রিহেনসিভ টেকনোলজি (ইমপ্যাক্ট) ৩য় পর্ব

গবাদিপশু ও মুরগি পালন বিষয়ে আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প গ্রহণকারীদের প্রকল্পের উচ্ছিষ্ট ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে বায়োগ্যাস উৎপাদন করে জ্বালানি চাহিদা পূরণ করা এ প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য । প্রকল্পটি ২য় পর্ব ৩০-০৬-২০১৯ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। পরিবেশ বান্ধব এ প্রকল্পের আওতায় দেশের ৬৪টি জেলার সকল উপজেলায় জ্বালানি চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে প্রকল্প মেয়াদে মোট ৬৪০০০ বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন করা হবে। এ সকল বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের ফলে স্থানীয়ভাবে পরিবেশের উন্নয়ন ঘটবে। প্রকল্পের ২য় পর্বের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ৩য় পর্ব প্রস্তাব করা হয়েছে। ০১-১০-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০২২ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ১৮৮১৮.০০ টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে।

১০। যুব ভবন নির্মাণ প্রকল্প।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় হিসেবে ২০ তলা যুব ভবন নির্মাণ এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের স্বাস্থ্য সম্মত কাজের পরিবেশ ও আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে এ প্রকল্পে ১০৮, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় ২০ তলা যুব ভবন নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়েছে। ০১-০৭-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০২৪ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ৮১৯৫.৬০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে।

১১। যুবদের কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তর প্রকল্প।

দেশে-বিদেশে প্লাম্বিং এণ্ড পাইপ ফিটিংস, ম্যাশন এবং ওয়েল্ডিং এণ্ড ফেব্রিকেশন ট্রেডসমূহে প্রশিক্ষিত যুবদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে এ প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ৩৪,৫৬০ জন বেকার যুবক ও যুবমহিলা প্লাম্বিং এণ্ড পাইপ ফিটিংস, ম্যাশন এবং ওয়েল্ডিং এণ্ড ফেব্রিকেশন ট্রেডে কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে। ০১-০৭-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০২২ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ১০৯৪২.৯৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে।

১২। কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র জোরদারকরণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প।

কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের অবকাঠামো সম্প্রসারণ, সংস্কার এবং আধুনিক প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি ক্রয়ের মাধ্যমে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের জন্য প্রশিক্ষণ সুবিধা উন্নয়নের লক্ষ্যে এ প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের অবকাঠামো সম্প্রসারিত ও প্রশিক্ষণ সুবিধা উন্নত হবে। ০১-০৭-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০২২ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ৩৫২৩.১৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে।

১৩। হোটেল ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রকল্প।

দেশে ক্রমবিকাশমান পর্যটন শিল্পের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ৭২০০ শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুব উপকৃত হবে। ০১-০১-২০১৯ থেকে ৩১-১২-২০২২ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ৫১১২.০৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

১। আত্মকর্মী থেকে উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রকল্প।

আত্মকর্মী যুবদের গৃহিত প্রকল্পসমূহ টেকসই করে মাঝারি ও বড় প্রকল্প স্থাপন এবং উক্ত প্রকল্পে বেকার যুবদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

২। যানবাহন মেরামত প্রশিক্ষণ প্রকল্প।

যানবাহন মেরামতের জন্য দক্ষ মেকানিক্স তৈরি করে দেশে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

৩। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বিভাগীয় কার্যালয় স্থাপন প্রকল্প।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতায় বিভাগীয় কার্যালয় স্থাপন ও নির্মাণ এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য। প্রতিটি বিভাগীয় শহরে একটি বহুতল বিভাগীয় কার্যালয় স্থাপন করা হবে।

৪। কক্সবাজার জেলায় আন্তর্জাতিক মানের কনফারেন্স হলসহ যুব হোস্টেল নির্মাণ প্রকল্প।

কক্সবাজার জেলায় কনফারেন্স হলসহ আর্ন্তজাতিক মানের যুব হোস্টেল নির্মাণ করা এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

৫। যুব কার্যক্রম বিষয়ক গবেষণা ও তথ্য প্রচার প্রকল্প।

যুব কার্যক্রমের সাফল্য গবেষণার মাধ্যমে প্রকাশ করা এবং যুব বিষয়ক তথ্য কর্মপ্রত্যাশী যুবসহ দেশের সকল পর্যায়ের মানুষের নিকট প্রচারের ব্যবস্থা করা এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

৬। আঞ্চলিক যুব কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প।

এ প্রকল্পের আওতায় ৭টি বিভাগে একটি করে আঞ্চলিক যুব কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। ফলে মাঠ পর্যায়ে যুব কার্যক্রম বাস্তবায়নে গতি সঞ্চার হবে।

৭। বিউটিফিকেশন, হেয়ার কাটিং ও হাউজকিপিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রকল্প।

কর্মপ্রত্যাশী যুবক ও যুবমহিলাদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

৮। ট্যুরিষ্ট গাইড, ট্যুর ম্যানেজমেন্ট এবং ইংরেজি ভাষা শিক্ষা প্রশিক্ষণ প্রকল্প।

কর্মপ্রত্যাশী যুবক ও যুবমহিলাদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

যুব কার্যক্রম বাস্তবায়নে বর্তমান সরকারের অর্জন
(০১ জানুয়ারি ২০০৯ থেকে ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

ক্রঃ নং	কর্মকাণ্ডের বিষয়	অধিদপ্তরের শুরু থেকে জুন, ২০১৯ পর্যন্ত অর্জন	বর্তমান সরকারের অর্জন
০১.	বেকার যুবদের প্রশিক্ষণ	৫৮,১৩,৫৯৩ জন	২৭,১৮,৬৪৪ জন

০২.	প্রশিক্ষিত যুবদের আত্মকর্মসংস্থান	২১,৯২,০৪০ জন	৬,৮২,০৪০ জন
০৩.	ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদান	২,২৭,৭৩৭ জন	২,২৭,৭৩৭ জন
০৪.	ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় দুই বছরের অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি	২,২৫,৪০২ জন	২,২৫,৪০২ জন
০৫.	ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণের পরিমাণ	১৮৬২,৮৭.২৩ লক্ষ টাকা	১০২৯,২৫.৯৬ লক্ষ টাকা
০৬.	ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণকারীর সংখ্যা	৯,৩৯,০৬৬ জন	২,২৯,৯২১ জন
০৭.	নতুন প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়ন	৩২ টি	১৫ টি
০৮.	আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ	৬৪ টি	১১ টি
০৯.	আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অবকাঠামোর উর্ধ্বমুখি সম্প্রসারণ	-	২৯ টি
১০.	উপজেলা কার্যালয়ে মোটর সাইকেল বিতরণ	১০৯১ টি	৬১৫ টি
১১.	ইন্টারনেট সার্ভিস সুবিধা	-	৬৪টি জেলা ও ৪৭৬টি উপজেলা
১২.	যুব সংগঠনকে অনুদান প্রদান	১৮৩৩.৯৫ লক্ষ টাকা	১০৪৫.৪০ লক্ষ টাকা
১৩.	অনুদানপ্রাপ্ত যুব সংগঠনের সংখ্যা	১৪১০২ টি	৬১২৩ টি
১৪.	নিবন্ধনকৃত যুব সংগঠনের সংখ্যা	৩৬৩১ টি	৩৬৩১ টি
১৪.	তালিকাভুক্ত যুব সংগঠনের সংখ্যা	১৮৩৫২ টি	১১৩৬৬ টি
১৪.	যুব পুরস্কার প্রদান	৪১৮ জন	১৭৩ জন
১৫.	উন্নয়ন খাত থেকে রাজস্বখাতে স্থানান্তরের সংখ্যা	৪১৫৬ জন	৩৭ জন
১৬.	নিয়মিতকরণের সংখ্যা	৪১৯৩ জন	২৮৯৬ জন
১৭.	পদ স্থায়ীকরণের সংখ্যা	৪২৬৫ টি	৩৮২০ টি
১৮.	পদোন্নতির সংখ্যা	১৬০ জন	৬৯ জন
১৯.	নিয়োগের সংখ্যা	৫২৮৬ জন	৬০৮ জন

এক নজরে শুরু থেকে জুন, ২০১৯ পর্যন্ত যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রমের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ঃ

মোট প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর সংখ্যা	ঃ	৫৮,১৩,৫৯৩ জন।

মোট আত্মকর্মীর সংখ্যা	ঃ	২১,৯২,০৪০ জন।
মোট প্রাপ্ত যুব ঋণ তহবিলের পরিমাণ	ঃ	১৬৬,৬৬.৮৩ লক্ষ টাকা।
মোট বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ	ঃ	১৮৬২,৮৭.২৩ লক্ষ টাকা।
মোট ঋণ গ্রহণকারীর সংখ্যা	ঃ	৯,৩৯,০৬৬ জন।
মূল ঋণ তহবিল থেকে আদায়কৃত প্রবৃদ্ধি	ঃ	২০৭,৪১.৭২ লক্ষ টাকা।
আদায়কৃত প্রবৃদ্ধিসহ মোট ঋণ তহবিল	ঃ	৩৭৪,০৮.৫৫ লক্ষ টাকা।
ঋণ আদায়ের গড় হার (%)	ঃ	৯৫.৪৬ %
ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদান	ঃ	২,২৭,৭৩৭ জন।
ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় দুই বছরের অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি	ঃ	২,২৫,৪০২ জন।
যুব কল্যাণ তহবিল থেকে বিতরণকৃত অনুদানের পরিমাণ	ঃ	১৬৬৩.১৬ লক্ষ টাকা ।
যুব কল্যাণ তহবিল থেকে অনুদান বিতরণকৃত যুব সংগঠনের সংখ্যা	ঃ	১১,৬৪১ টি ।
যুব কল্যাণ তহবিলের মূলধনের পরিমাণ	ঃ	১৫ কোটি টাকা।
অনুন্নয়ন খাত থেকে বিতরণকৃত অনুদানের পরিমাণ	ঃ	১৭০.৭৯ লক্ষ টাকা।
অনুন্নয়ন খাত থেকে অনুদান বিতরণকৃত যুব সংগঠনের সংখ্যা	ঃ	২৪৬১ টি।
যুবসংগঠন তালিকাভুক্তি	ঃ	১৮,৩৫২ টি।
নিবন্ধনকৃত যুব সংগঠনের সংখ্যা	ঃ	৩৬৩১ টি।
যুব উন্নয়ন বিষয়ে ডিপ্লোমা লাভ	ঃ	১৭৫ জন।
জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান	ঃ	৪১৮ জন।
কমনওয়েলথ যুব পুরস্কার লাভ	ঃ	১৯ জন।
সার্ক যুব পুরস্কার লাভ	ঃ	০২ জন।
আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংখ্যা (নির্মাণাধীন ২টিসহ)	ঃ	৭১ টি।
আত্মকর্মী যুবদের মাসিক গড় আয়	ঃ	৬০০০/- টাকা থেকে ৫০,০০০/- টাকা।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি। কর্মপ্রত্যাশী যুবসমাজকে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। জেলা পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ আবাসিক ও অনাবাসিক ভিত্তিতে প্রদান করা হয়।

জেলা পর্যায়ে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পরিচালিত আবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ

গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি পালন, প্রাথমিক চিকিৎসা, মৎস্য চাষ ও কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স : আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০৩ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০.০০ (একশত) টাকা ভর্তি ফি এবং জামানত হিসেবে ১০০.০০ (একশত) টাকা (ফেরৎযোগ্য) জমা দিতে হয়। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে মাসিক ৩০০০.০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করে থাকে। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

মৎস্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণ প্রশিক্ষণ কোর্স : আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/-(একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে মাসিক ৩০০০.০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন, বিপণন ও বাজারজাতকরণ প্রশিক্ষণ কোর্স : আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/-(একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে মাসিক ৩০০০.০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

চিংড়ি ও কাঁকড়া চাষ, বিপণন ও বাজারজাতকরণ প্রশিক্ষণ কোর্স : আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/-(একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের
প্রত্যেককে মাসিক ৩০০০.০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

ছাগল, ভেড়া, মহিষ পালন এবং গবাদিপশুর প্রাথমিক চিকিৎসা প্রশিক্ষণ কোর্স : আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/-(একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে মাসিক ৩০০০.০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

কৃষি ও হর্টিকালচার প্রশিক্ষণ কোর্স : আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/-(একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে মাসিক ৩০০০.০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

মুরগি পালন ব্যবস্থাপনা, মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন প্রশিক্ষণ কোর্স : আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/-(একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে মাসিক ৩০০০.০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

দুগ্ধবতী গাভী পালন ও গরু মোটাতাজাকরণ প্রশিক্ষণ কোর্স : আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/-(একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে মাসিক ৩০০০.০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

মাশরুম ও মৌ চাষ প্রশিক্ষণ কোর্স : আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/-(একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে মাসিক

৩০০০.০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

ফুল চাষ, পোষ্ট হারভেষ্ট ম্যানেজমেন্ট এবং বাজারজাতকরণ প্রশিক্ষণ কোর্স : আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/-(একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে মাসিক ৩০০০.০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

অর্নামেন্টাল প্লান্ট উৎপাদন, বনসাই ও ইকেবানা প্রশিক্ষণ কোর্স : আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/-(একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে মাসিক ৩০০০.০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

নার্সারী ও ফল চাষ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স : আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/-(একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে মাসিক ৩০০০.০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

বাণিজ্যিক একুয়াপনিক্স প্রশিক্ষণ কোর্স : আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০২ সপ্তাহ। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/-(একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

কৃষি যন্ত্রপাতি মেরামত প্রশিক্ষণ কোর্স : আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০২ সপ্তাহ। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/-(একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

ব্যানানা ফাইবার এক্সট্রাক্ট প্রশিক্ষণ কোর্স : আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০২ সপ্তাহ। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/-(একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

মোবাইল সার্ভিসিং এণ্ড রিপেয়ারিং প্রশিক্ষণ কোর্স : আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/-(একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে মাসিক ৩০০০.০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

সোয়েটার নিটিং প্রশিক্ষণ কোর্স : আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের ভর্তি ফি দিতে হয় না। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ । পি পি পি এর মাধ্যমে যৌথ উদ্যোগে এ কোর্সটি পরিচালিত হচ্ছে।

লিংকিং মেশিন অপারেটিং প্রশিক্ষণ কোর্স : আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের ভর্তি ফি দিতে হয় না। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ। পি পি পি এর মাধ্যমে যৌথ উদ্যোগে এ কোর্সটি পরিচালিত হচ্ছে।

সংক্ষিপ্ত হাউজকিপিং প্রশিক্ষণ কোর্স : আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ। পি পি পি এর মাধ্যমে যৌথ উদ্যোগে এ কোর্সটি পরিচালিত হয়।

জেলা পর্যায়ে পরিচালিত অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ

ওভেন সিউইং মেশিন অপারেটিং প্রশিক্ষণ কোর্স : অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০২ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা কোর্স ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

ট্যুরিস্ট গাইড প্রশিক্ষণ কোর্স : অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০২ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা কোর্স ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এস, এস,সি পাশ।

পোশাক তৈরি প্রশিক্ষণ কোর্স : অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০৩/০৬ মাস। এ প্রশিক্ষণ কোর্সে ভর্তির জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৫০/-(পঞ্চাশ) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

ব্লক, বাটিক ও স্ক্রিন প্রিন্টিং প্রশিক্ষণ কোর্স : অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০৪ মাস। এ প্রশিক্ষণ কোর্সে ভর্তির জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৫০/-(পঞ্চাশ) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

মডার্ণ অফিস ম্যানেজমেন্ট এণ্ড কম্পিউটার এ্যাপ্লিকেশনস প্রশিক্ষণ কোর্স : অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০৬ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৫০০/-(পাঁচশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচ. এস. সি. পাশ।

মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণ কোর্স : অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৫০/-(পঞ্চাশ) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণ কোর্স : অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০৩ মাস। এ প্রশিক্ষণ কোর্সে ভর্তির জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৩০০/-(তিনশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

সেলসম্যানশিপ প্রশিক্ষণ কোর্স : অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০৩ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৫০০/-(পাঁচশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এস, এস, সি পাশ।

ফ্রন্ট ডেস্ক ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণ কোর্স : অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০২ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৫০০/-(পাঁচশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এস, এস, সি পাশ।

চামড়াজাত পণ্য তৈরি প্রশিক্ষণ কোর্স : অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা কোর্স ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

ব্লক প্রিন্টিং প্রশিক্ষণ কোর্স : এটি ০২ মাস মেয়াদি অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্স যাতে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা কোর্স ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

ফ্রিল্যান্স প্রশিক্ষণ কোর্স : অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০০/-(এক হাজার) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচ. এস. সি. পাশ।

বাটিক প্রিন্টিং প্রশিক্ষণ কোর্স : অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০২ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা কোর্স ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

স্ক্রিন প্রিন্টিং প্রশিক্ষণ কোর্স : অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০২ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা কোর্স ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

ক্যাটারিং প্রশিক্ষণ কোর্স : অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০৬ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৩০০০/-(তিন হাজার) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এস, এস, সি পাশ।

হাউজকিপিং এণ্ড লন্ড্রি অপারেশন প্রশিক্ষণ কোর্স : অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৬ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৫০০/-(পাঁচশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এস, এস, সি পাশ।

বিউটিফিকেশন এণ্ড হেয়ার কাটিং প্রশিক্ষণ কোর্স : এটি ০১ মাস মেয়াদি অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্স যাতে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/- (একশ) টাকা কোর্স ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

ইংরেজি ভাষা শিক্ষা প্রশিক্ষণ কোর্স : এটি অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্স এবং মেয়াদ ২১দিন। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/-(একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

আরবি ভাষা শিক্ষা প্রশিক্ষণ কোর্স : এটি অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্স এবং মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/-(একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

ক্লিয়ারিং ফরওয়ার্ডিং প্রশিক্ষণ কোর্স : এটি ০২ সপ্তাহ মেয়াদি অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্স যাতে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/- (একশ) টাকা কোর্স ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

ইনটেরিয়র ডেকোরেশন প্রশিক্ষণ কোর্স : এটি ০৩ সপ্তাহ মেয়াদি অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্স যাতে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/- (একশ) টাকা কোর্স ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

পাটজাত পণ্য তৈরি প্রশিক্ষণ কোর্স : এটি ০২ সপ্তাহ মেয়াদি অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্স যাতে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/- (একশ) টাকা কোর্স ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

আত্মকর্মী থেকে উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কোর্স : এটি ০১ সপ্তাহ মেয়াদি অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্স যাতে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে কোন কোর্স ফি দিতে হয়না। প্রশিক্ষণার্থীদের দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়। এ কোর্সে ভর্তির ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

গ্রামীণ যুবদের বেসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্স : উপজেলায় ভ্রাম্যমান আইসিটি প্রশিক্ষণ ভ্যানে পরিচালিত এটি ০১ মাস মেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স যাতে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে কোন কোর্স ফি দিতে হয় না। এ কোর্সে ভর্তির ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা যুবমহিলাদের জন্য এস. এস. সি এবং যুবদের জন্য এইচ. এস. সি পাশ।

হিজরা, দলিত জনগোষ্ঠি, অটিষ্টিক ও প্রতিবন্ধী যুবদের কোর্স ফি দিতে হয় না।

উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন বিষয়ে অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ

অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতাভুক্ত কোর্সসমূহ

অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহের আওতায় স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন ট্রেডে বেকার যুবদের ০৭ দিন থেকে ২১ দিন মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উপজেলা পর্যায়ে এ প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করা হয়ে থাকে। এ কোর্সের আওতায় পরিচালিত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ :

১. পারিবারিক হাঁস-মুরগি পালন।

২. ব্রয়লার ও ককরেল পালন।

৩. বাড়ন্ত মুরগি পালন।

৪. ছাগল পালন।

৫. গরু মোটাতাজাকরণ।
৬. পারিবারিক গাভি পালন।
৭. পশু-পাখির খাদ্য প্রস্তুত ও বাজারজাতকরণ।
৮. পশু-পাখির রোগ ও তার প্রতিরোধ।
৯. কবুতর পালন।
১০. চামড়া সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ।
১১. মৎস্য চাষ।
১২. সমন্বিত মৎস্য চাষ।
১৩. মৌসুমি মৎস্য চাষ।
১৪. মৎস্য পোনা চাষ (ধানী পোনা)।
১৫. মৎস্য হ্যাচারি।
১৬. প্লাবন ভূমিতে মৎস্য চাষ।
১৭.গলদা ও বাগদা চিংড়ি চাষ।
১৮. শুটকি তৈরি ও সংরক্ষণ।
১৯. বসতবাড়িতে সবজি চাষ।
২০. নার্সারি।
২১. ফুল চাষ।
২২. ফলের চাষ (লেবু, কলা, পেঁপে ইত্যাদি)।
২৩. ভার্মি কম্পোষ্ট কেঁচো সার তৈরি।
২৪. গাছের কলম তৈরি।
২৫. ঔষধি গাছের চাষাবাদ।
২৬. ব্লক প্রিন্টিং।
২৭. বাটিক প্রিন্টিং।
২৮. পোশাক তৈরি।
২৯. স্ক্রিন প্রিন্টিং।
৩০. স্প্রে প্রিন্টিং।
৩১. মনিপুরী তাঁত শিল্প।
৩২. কাগজের ব্যাগ ও ঠোঙ্গা তৈরি।
৩৩. বাঁশ ও বেতের সামগ্রি তৈরি।
৩৪. নকশি কাঁথা তৈরি।
৩৫. কারু মোম তৈরি।
৩৬. পাটজাত পণ্য তৈরি।
৩৭. চামড়াজাত পণ্য তৈরি।
৩৮. চাইনিজ ও কনফেকশনারি।
৩৯. রিক্সা, সাইকেল, ভ্যান মেরামত।
৪০. ওয়েল্ডিং
৪১. ফটোগ্রাফি ও
৪২. সোলার প্যানেল স্থাপন।

শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, বগুড়া আঞ্চলিক যুব কেন্দ্র এবং কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের মাধ্যমে পরিচালিত যুবসংগঠকদের জন্যে প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ

১. গার্মেন্টস ফিটিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
২. ট্যুরিস্ট গাইড বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
৩. বাসের সুপারভাইজার বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
৪. ক্যাটারিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
৫. সেলাই এণ্ড গার্মেন্টস বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
৬. বাটিক ও ব্লক প্রিন্টিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
৭. যুব সংগঠন ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
৮. সমাজ ও গোষ্ঠি উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
৯. যুব কর্ম ও যুব ক্ষমতায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
১০. ডিজিটাল বাংলাদেশ : সরকারের উদ্যোগ এবং যুবদের সুবিধা বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
১১. যুব নেতৃত্ব বিকাশ ও যুবসংগঠন ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
১২. ট্যুর গাইড ও পর্যটন ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
১৩. অটিজম, ডিজএবিলিটি এবং যুবদের দায়িত্ব বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
১৪. ক্ষুদ্র ব্যবসা এবং উদ্যোগতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
১৫. কমিউনিকেটিভ ইংলিশ বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
১৬. অনলাইন আর্নিং (এসইও, গ্রাফিক্স ডিজাইন, ওয়েব ডেভেলপমেন্ট) বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
১৭. হাউজকিপিং ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
১৮. নৈতিকতা, শিষ্টাচার ও মূল্যবোধ উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
১৯. জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
২০. রিসিপশন এবং কাস্টমার সার্ভিসেস বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
২১. দেশপ্রেম, মনোভঙ্গি এবং যুব দায়িত্ব বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
২২. স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং যুব দায়িত্ব বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
২৩. লাইভ স্কীল এণ্ড ফ্যামিলি এডুকেশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
২৪. স্যানিটেশন এণ্ড ওয়াস্ট ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
২৫. অনলাইন আর্নিং (এসইও, গ্রাফিক্স ডিজাইন, ওয়েব ডেভেলপমেন্ট) বিষয়ক রিফ্রেশার প্রশিক্ষণ।

শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, বগুড়া আঞ্চলিক যুব কেন্দ্র এবং কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের মাধ্যমে পরিচালিত কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ

১. আচরণ ও শৃংখলা বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
২. নিরীক্ষা ও অর্থ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
৩. ইন্টারনেট ও ট্রাবলস্যুটিং বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ।

৪. কম্পিউটার হার্ডওয়্যার এণ্ড ট্রাবলস্যুটিং বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ।
৫. ই-ফাইলিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
৬. ই-ফাইলিং বিষয়ক রিফ্রেশার প্রশিক্ষণ।
৭. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ।
৮. কমিউনিকেটিভ ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
৯. আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
১০. বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ।
১১. মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
১২. বিষয়ভিত্তিক রিফ্রেশার প্রশিক্ষণ।
১৩. বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ।
১৪. ওয়েব পোর্টাল ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
১৫. ইন্টারনেট ও প্রশাসনিক কার্যক্রম বিষয়ক বিশেষ প্রশিক্ষণ।

উপসংহার :

যুবসমাজ দেশের জনশক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি। বাংলাদেশের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে যুবশক্তিকে দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সম্পৃক্ত করার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যুবদের রয়েছে অফুরন্ত প্রাণশক্তি, সৃজনশীল কর্মক্ষমতা, ক্লান্তিহীন উৎসাহ, ঝড়ের ন্যায় গতিবেগ, অদম্য কর্মস্পৃহা ও কর্মোদ্দীপনা। জাতীয় উন্নতি অনেকাংশে যুবসমাজের সঠিক ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল। যুব সমাজকে ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ, ২০৩০ সালের মধ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজি, সর্বোপরি ২০৪১ সালের মধ্যে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার কাজে লাগানো ছাড়া কোন বিকল্প আমাদের সামনে নেই। সে লক্ষ্যে অধিদপ্তরের কার্যক্রম তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত আরো বিস্তৃত করে দেশে এবং বিদেশে যুবদের অধিকহারে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে যুব খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে। যুবদের ক্রমাগত শহরমুখি প্রবণতা রোধকল্পে যুবদেরকে স্বীয় অবস্থানে রেখে বিভিন্ন উৎপাদনমুখি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তুলতে হবে। কর্মমুখি ও উৎপাদনমুখি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে কর্মপ্রত্যাশী যুবসমাজ একদিকে যেমন নিজেদের জন্য কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারবে, অন্যদিকে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখতেও সক্ষম হবে।